স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ৪ ফেব্রুয়ারি - ২০১৩।। ২১ মাঘ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

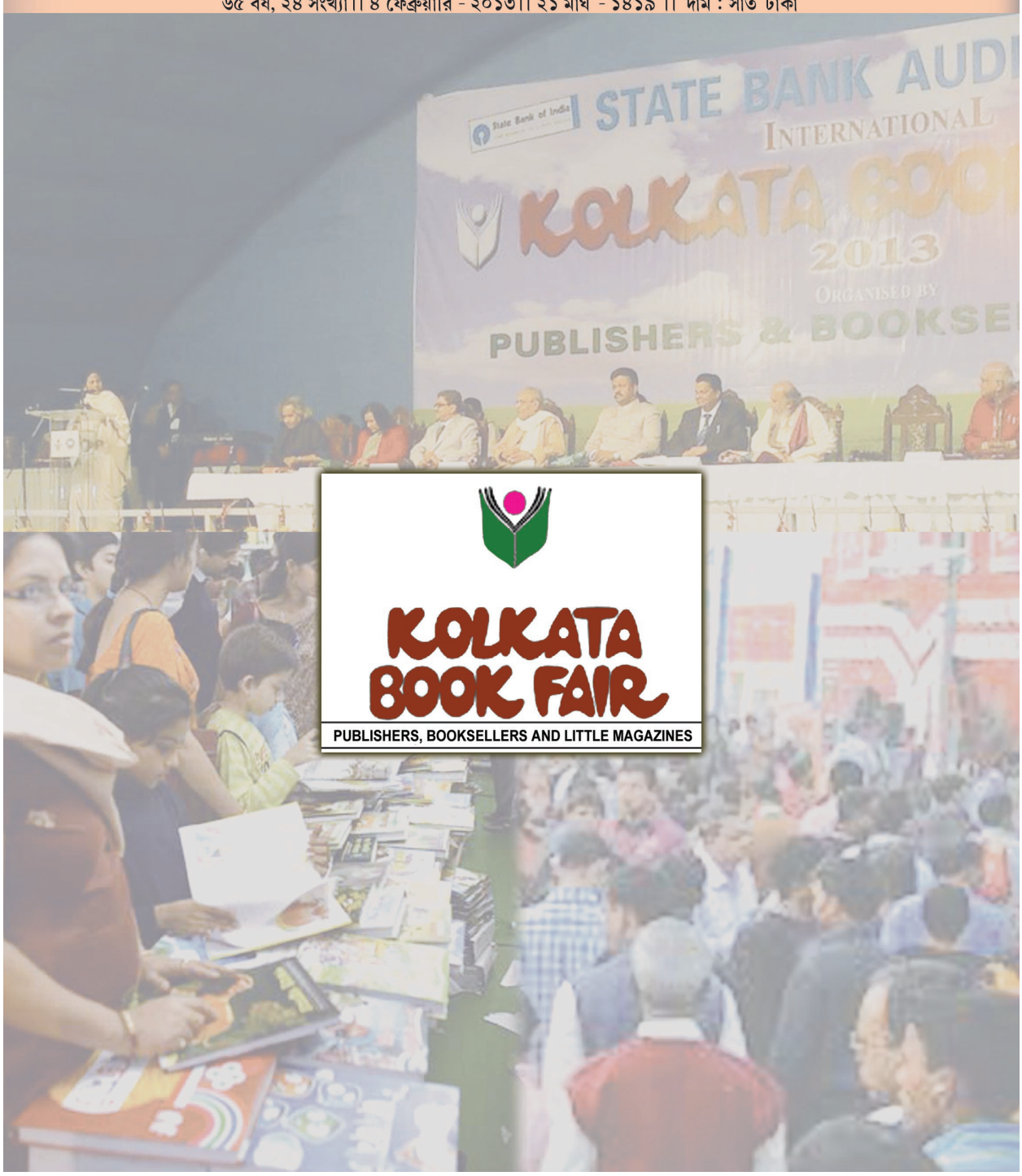

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৭

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরাই প্রথম নোংরা রাজনীতির
ভাষা ব্যবহার করে □ ৯

খোলা চিঠি : রাহুল জেনেশুনে বিষ করিল পান—
হাততালি, বাচ্চালোগ হাততালি □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

সুব্রত মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের অধীন এক
রাজকর্মচারী মাত্র □ তথাগত রায় □ ১২

চরিত্র বদলাচ্ছে বইমেলার □ রমানাথ রায় □ ১৪

কলকাতা বইমেলা এবং আমাদের গ্রন্থপ্রেম □ রমাপ্রসাদ দত্ত □ ১৫

ঘোষগ্রামের মা লক্ষ্মী □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২২

ভারতের অর্থনৈতিক বাজারের উপর বিদেশী
হস্তক্ষেপ □ জয় দুবাসী □ ২৭

সরকারে আওয়ামি লিগ : নির্যাতিত হচ্ছে হিন্দুরা □ ২৯

পয়সা নিয়ে ছাপা খবর বনাম সাধারণ খবর □ নারদ □ ৩১

মোহনবাগানকে গুরু পাপে লঘু দণ্ড □ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

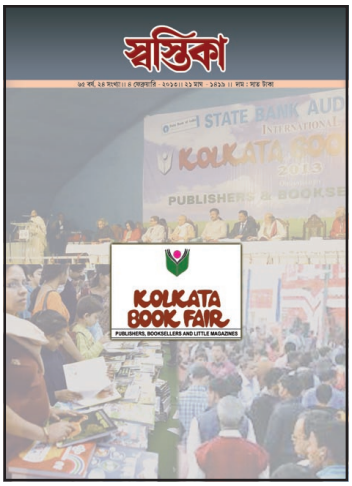

কলকাতা বইমেলা - পৃ: ১৪-১৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □

সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ □ □ শব্দরূপ : ৪০

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২১ মাঘ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৪ ফেব্রুয়ারি - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

TODI INVESTORS

Automobile Financers
&
Estate Developers

225-D, A. J. C. Bose Road
Kolkata - 700 020

Phone : **23025160-5**
Fax : (033) 2287-6329

e-mail : opagarwala@gmail.com

With Best Compliments From :-

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road
Kolkata - 700 020
Phone : 2302-5250 / 3 /4
Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329

E-mail : peivik@vsnl.net / scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

- M/s. Motor Industries co. Ltd.
- M/s. Bosch, GMBH-Germany
- M/s. Deutz, A. G., Germany
- M/s. Lombardini - Italy
- M/s. V. M. Motori - Italy

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অর্বাচীন মন্তব্য

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিণ্ডে সম্প্রতি দাবি করিয়াছেন, বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নাকি হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিতেছে। পাশাপাশি 'গেরুয়া শিবিরে' তাহাদের প্রশিক্ষণও নাকি দেওয়া হইতেছে। উল্লেখ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাইয়াছেন লস্কর-এ-তৈবা ও সিমির মতো জঙ্গীগোষ্ঠীগুলিও। আই এস আই বলিয়াছে পাকিস্তানে নাকি 'হিন্দুসন্ত্রাসবাদীরা'ই মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া থাকে! বস্তুত দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের আই এস আই-এর হইয়া দালালি করিতেছেন, লস্কর-এ-তৈবার কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন ইহা অভিনব বইকি। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী'দের কথা বলিতেছেন অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে হিন্দুরাই আজ সন্ত্রাসবাদের শিকার। দিল্লীর বিস্ফোরণ, মুম্বাই বিস্ফোরণ, মুম্বাই হামলা, গুজরাটে হামলা ইত্যাদিতে হিন্দুরাই কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের বন্দুকের নিশানায়। জম্মু-কাশ্মীরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু আজ সন্ত্রাসে স্বজনহারা, বাস্তুহারা হইয়া তারা দিল্লীতে উদ্বাস্তু শিবিরে অসহায়ের মতো দিন কাটাইতেছেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ লইয়া মন্তব্য করিতেছেন অথচ ১৯৯৩ সালে সুরাট বিস্ফোরণের দায়ে ইতিমধ্যেই কুড়ি বছরের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেসী নেতা মহম্মদ সুরতি। তাহা হইলে কাহারা সন্ত্রাসবাদী? আসলে আগামী নির্বাচনে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করিতে হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ করা হইতেছে। কেবল মুসলমান ভোটই নয়, মুসলিম জঙ্গীগোষ্ঠীগুলিরও সমর্থন আদায় করিতেই কংগ্রেসের এই কৌশল। এই কৌশলের অঙ্গ হিসাবেই আফজল গুরুর মতো সন্ত্রাসবাদীরা ফাঁসির বদলে রাজকীয় আতিথেয়তায় জেলে কাল কাটাইতেছেন। অসমে কংগ্রেসী সরকারের প্রশাসনের প্রশ্রয়ে বাংলাদেশি মুসলিমরা অনুপ্রবেশ করিয়া রাজ্যটিকে ইতিমধ্যেই দখল করিয়া লইয়াছে। যেকোনও সময় এই রাজ্যটি ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতেও কংগ্রেসের মাথাব্যথা নাই। কারণ এই দল কেবল মুসলিম ভোটের লোভেই উগ্রপন্থীদেরও পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত। এই দেশে কাহারা দাঙ্গাকারী তাহা আর নতুন করিয়া জনসাধারণকে জানাইবার প্রয়োজন নাই। একটি শিশুও আজ জানিয়া গিয়াছে সীমান্তের ওপার হইতে কাহারা আসিয়া বিস্ফোরণ ঘটাইয়া থাকে এবং নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এই দেশে কাহারা তাহাদের মদতদাতা বা সমর্থনকারী তাহাও আজ সবাই জানে। কিন্তু এদেশের নুন খাইয়া মন্ত্রিত্বের আসনে বসিয়া তলে তলে সন্ত্রাসবাদীদের গুণগানকারীদের দেশ আজ নতুন করিয়া চিনিল। মীরজাফর তবে এখনও দেশের ক্ষমতার মধ্যে রহিয়াছে!

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু সন্ত্রাসবাদ লইয়া হাঁকডাক করিলেও চীন প্রযুক্তির ব্যবহার করিয়া সীমান্তে ভারত বিরোধী প্রচার চালাইতেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি কোনও খবরই রাখেন না যে এদেশের মাটিতে এফ এম রেডিওর মাধ্যমে ভারতবিরোধী প্রচারে ব্যস্ত চীন এবং পাকিস্তান? অরুণাচল প্রদেশ তো বটেই, সিকিম এবং শিলিগুড়ির কয়েকটি এলাকাতেও চীনের এফ এম তরঙ্গের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। কাশ্মীরের লাদাখ, পাঞ্জাবের সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানের বেতার নিয়মিত হিন্দুবিরোধী এবং ভারতবিরোধী প্রচারে ব্যস্ত। মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও অন্যান্য সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে বাংলাদেশ বেতারও নিয়মিত হিন্দুবিরোধী এবং ভারতবিরোধী প্রচার করিয়া থাকে। তাহার পরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'হিন্দুসন্ত্রাসবাদ' লইয়া মন্তব্য হাস্যকর।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাক সিঁটকানো ব্যাপার ব'লে যেন বুঝিসনি। **Physical, mental, spiritual** (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মানুষকে **positive ideas** (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে, কিন্তু ঘেন্না ক'রে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না ক'রে-করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল **positive thought** (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিঁদুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা-অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণ ক'রে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে। বুঝলি?*

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতের মঙ্গলগ্রহ অভিযান মঙ্গলজনক নয় : মাধবন নায়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার) পক্ষ থেকে বিজ্ঞানীরা বিস্তৃতভাবে বড় গলায় জানিয়েছেন মঙ্গলগ্রহে উপগ্রহ পাঠানোর কথা। এ বছর নভেম্বর মাসে উপগ্রহ ছাড়া হবে তিরুবন্তপুরমের বিক্রম সরাভাই কেন্দ্র থেকে। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে মঙ্গলম। ৪৫০ কোটি টাকা খরচ হবে এই প্রকল্প রূপায়ণে। একদিকে এ নিয়ে ঘটা করে প্রচার চলেছে। অন্যদিকে কিছু বিজ্ঞানী বলছেন, এই অভিযানের পরিকল্পনাই হলো পুরোপুরি অর্থের অপব্যয়।

ভারতের উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহ থেকে ৩৬০ কিলো মিটার দূরে থাকবে। চারদিন অন্তর কক্ষপথের জায়গাটায় আসবে কয়েক মিনিটের জন্যে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, এর থেকে কতটা

মাধবন নায়ার

তথ্য মিলবে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে? আমাদের দেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে এসব অভিযান সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা আর অন্য দেশ মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালিয়ে সাফল্যের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নামতে পেরেছে। ছবি তুলে এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে নিয়মিত পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য মিলছে, যা নতুন কিছু নয়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রর উপগ্রহ এখনও কোনও মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য পাঠাতে পারেনি। আমাদের প্রযুক্তিতে ত্রুটি থাকায় ঠিক মতো ছবি তুলে পাঠাতে পারেনি।

আমাদের দেশের ইসরো-র মহাকাশ অভিযান কর্মসূচিতে 'চান্দ্রায়ণ-১'-এ কয়েকটি দেশের সাহায্য মিলেছিল। কিন্তু মঙ্গল অভিযানের ক্ষেত্রে কোনও দেশের সহায়তা পাওয়া যায়নি।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রর ইসরো-র একসময় প্রধান ছিলেন জি মাধবন নায়ার। যিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এই মঙ্গল অভিযান শুধু অমঙ্গলের নয়, লোক দেখানোও। বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় হবে, কিন্তু আখেরে দেশের কোনও লাভ হবে না। ৪৫০ কোটি টাকা খরচ করে তিন থেকে চার টন ওজনের উপগ্রহ পাঠানো হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ থেকে ৩৬০ কিলোমিটার দূরে। তা মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে তেমন কোনও তথ্য সরবরাহ করতে পারবে না যা এদেশের মানুষের কৌতূহল মেটাবে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মঙ্গল অভিযানের জন্যে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই টাকায় মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক ভালো কাজ করা যেত। আবহাওয়া, প্রাকৃতিক অবস্থার মানচিত্র তৈরি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে অনেক রকম উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হোত।

স্বস্তিকা-র বিবেকানন্দ যুব শিবির সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

স্বস্তিকা-র 'বিবেকানন্দ যুব শিবির' সংখ্যা (৬৫ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২৮.১.২০১৩)-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী। তাঁর হাতে স্বস্তিকাটি তুলে দেন স্বস্তিকা-র প্রকাশক তথা সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৮ জানুয়ারি স্বস্তিকা দপ্তরে আয়োজিত একটি স্বল্প সময়ের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ৬৫ বছরের ইতিহাসে এই সংখ্যাটিকে একটি 'মাইলস্টোন' বলে স্বস্তিকা সম্পাদক বিজয় আঢ্য উল্লেখ করেন। এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জি সহ স্বস্তিকার কর্মীবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশোধনী

'স্বস্তিকা'র বিবেকানন্দ যুব শিবির সংখ্যা (২৮ জানুয়ারি ২০১৩) পাঠকমহলে দারুন সাড়া পাওয়ায় আমরা যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছি। আমরা আনন্দিত। অসম্ভব দ্রুততায় সংখ্যাটি প্রস্তুত করার কাজ চলায় আমাদের অনিচ্ছায় কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। সেজন্যে আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা।

চীনের শাসকরা এখন ধর্মবিদ্বেষ ছেড়ে ধর্ম-অনুরাগের পক্ষে

বিশেষ প্রতিনিধি॥ কম্যুনিস্টরা ধর্মকে আফিম হিসেবে অশ্রদ্ধা করলেও চীনে আবার ধর্ম অনুরাগ দেখা দিচ্ছে ভালোমতোন। একসময় চীন দেশের মানুষ সত্যিকারের আফিমের বা অহিফেনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত। তাতে অনেকরকমভাবে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের মান বিপর্যস্ত হোত। একশ্রেণীর ক্ষমতালোভী মানুষ ওইভাবে সাধারণ নাগরিকদের আচ্ছন্ন রেখে নিজেদের আখের গোছাতে তৎপর ছিল। এরপর যখন কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আসে তারা আফিম-এর চলন বন্ধ করল। সেইসঙ্গে ধর্মচর্চাকেও নিজস্ব চাঁচে আফিম বলে তাও বন্ধ করার কড়া কানুন প্রয়োগে তৎপর হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষের বসবাস যে দেশে সেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীরা ছিলেন এবং আছেন। সরকারি ফতোয়াকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন হলেও ধর্মকে জীবন থেকে তাঁরা মুছে দিতে পারেননি। বিশ্বাস ছিল বাধার মধ্যে। ধর্মঅনুশীলন হোত একান্তে। গোপনে। এখন চীনের শাসকদের সুমতি হয়েছে। তাঁরা ধর্মদ্বেষী গোঁড়া মনোভাব ছেড়ে সহজ সড়কে হাঁটতে চাইছেন। এখন সরকারি তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ধর্ম হলো দেশপ্রেমের বন্ধন, তা জাগিয়ে দেয় জাতিকে।

চীনের ক্ষমতাধর 'পলিটিক্যাল ব্যুরো অফ দি কম্যুনিস্ট পার্টি অফ চায়না'র এক বিশিষ্ট মুখপাত্র ইউ জেনসাং বলেছেন, 'সাধারণ মানুষ ধর্মবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী কিনা দেখার দরকার নেই। কোন ধর্মে বিশ্বাসী তাও বিচার করার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্য করতে হবে প্রথমে চীন রাষ্ট্রের প্রতি তাদের ভালোবাসা কতটা।' এখন সে দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির শীর্ষ-নেতারা বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। আগে তাঁদের ধর্মচর্চাকারীদের প্রতি এরকম নরম মনোভাব দেখা যায়নি। এমনকী দলনেতারা বলছেন, ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনীতির অনেক মিল আছে। সমাজবাদ আর ধর্মচর্চার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। খুব অল্প ক্ষেত্রেই অমিল দেখা যায়।

এমন বাক্য মাও-এর আমলে কারও উচ্চারণের ক্ষমতা ছিল না। রাজনীতিওয়ালারা বাঁধাবুলি আউড়ে যেতেন, 'ধর্ম হলো আফিম-এর মতো আচ্ছন্ন বা মতিচ্ছন্ন করার বিষ মাদক।' শুধু তাই নয়, ১৯৬০- এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় লালফৌজ, যাদের 'রেডগার্ড' বলা হোত, তারা অসংখ্য ধর্মক্ষেত্রের উপর হামলা চালিয়েছে। খৃস্টানদের উপাসনা-স্থান ভেঙে দিয়েছে, উপড়ে ফেলেছে ক্রুশ। বুদ্ধমূর্তি চুরমার করেছে। এমনকী প্রাচীন চীনা পুঁথিপত্র নষ্ট করেছে উন্মত্তের মতো। তখন তাদের মুখের বুলি ছিল একটাই, 'পুরনো আমলের সব ধ্বংস করো, নতুন যুগকে বরণ করো।' চীনের সেই মতিভ্রমের দরুন বহু জিনিস ধ্বংস হয়ে গেছে। গত দশ বছরে কিঞ্চিৎ চৈতন্য ফিরেছে। চীনের নেতারা বুঝতে পারেন জনগণ কম্যুনিজমকেই চাইছে না। এরপর নেতারা চীনের টিবেটিয়ান বুদ্ধিজিম কলেজে গিয়ে লক্ষ্য করেন বুদ্ধের মতবাদ আর সমাজবাদের চর্চা একসঙ্গে চলেছে। দেখে অভিভূত হন। এবং তাঁদের কঠোর মনোভাব বদলাতে শুরু করে। সম্প্রতি দেশের বৌদ্ধ সমিতিকে স্বীকৃতি জানিয়েছে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি। বৌদ্ধধর্ম এমনই এক ধর্মধারা যা জীবনকে শ্রদ্ধা করে এবং হত্যা ও আত্মহত্যার বিরোধী। একথা বলেছেন চীনের বৌদ্ধ সংগঠনের প্রধান চুয়ান ইন। তিনি বলেছেন আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া খুনের মতোই অপরাধ। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান ঘুরে ঘুরে দেখেছেন বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী কীভাবে ধর্মচর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি স্বীকার করেছেন পরিবর্তিত ধারণা নিয়ে, ধর্মের ইতিবাচক দিক কতটা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে। দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ধর্মগোষ্ঠীকে সমর্থন করুন এবং তাদের সাহায্য করুন বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্যে।

একথা জানা গেছে চীনের সরকারি গণমাধ্যম থেকে। এছাড়াও বলা হয়েছে ধর্মসংগঠনগুলি মনোযোগ দিক সাংগঠনিক কাজে, ধর্মচর্চায়। এবং তাঁরা খুঁজে পাক আরও ইতিবাচক দিক ধর্মের নীতি নিয়ম আর উপদেশের মধ্যে।

সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ৩৪টি-র মধ্যে একটিও হিন্দু গোষ্ঠী নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীলকুমার সিন্ধে 'হিন্দু সন্ত্রাস'-এর উস্কানিদাতা হিসেবে আর এস এস ও বিজেপি-র বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, তার আদৌ কোনও ভিত্তি নেই। আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশান অ্যাক্ট ১৯৬৭ ধারায় যেসব সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাদের একটিও দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ইউ পি এ ধারা বলে নিষিদ্ধ ৩৪টি সংগঠনের মধ্যে ১৩টি-ই ইসলামিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সরকারি ওয়েবসাইটেই এই তালিকা রয়েছে। বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে এন আই এ যে চার্জসীট দিয়েছে, ঘটনাক্রমে তার কোনওটাতেই ঠোস তথ্য-প্রমাণ নেই। সবগুলিই স্বীকারোক্তিভিত্তিক, যা পরবর্তীকালে আদালতে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। তা সে স্বামী অসীমানন্দ, প্রজ্ঞা সিং বা এরকম অভিযুক্ত অন্য কেউ হোক না কেন।

নিষিদ্ধ ইসলামিক সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে লস্কর-এ-তৈবা (এল ই টি), পরবন-এ-আহলে হাদিস, জৈস-এ-মহম্মদ, (জে ই এম), তারিক-এ-ফুরকন, স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি), ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আই এম), হিজবুল মুজাহিদিন পীর পাঞ্জাল রেজিমেন্ট। অন্যান্য নিষিদ্ধ জেহাদি গোষ্ঠীগুলি হলো— আল উমর মুজাহিদ্দিন, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ইসলামিক ফ্রন্ট, দিনদার আঞ্জুমান, আলবদর, জামাদ-উল-মুজাহিদ্দিন, আল কায়েদা এবং দুখতারণ- এ-মিল্লত। এছাড়াও নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল- এর মতো চারটি জঙ্গি শিখ সংগঠন, কমিউনিস্ট পাটি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট)-এর মতো তিনটি মাওবাদী সংগঠন, তামিলনাড়ু লিবারেশন আর্মি-র মতো তিনটি তামিল গোষ্ঠী এবং উত্তর- পূর্বাঞ্চলে জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত, যেমন, উলফা, এন ডি এফ বি, এন এল এফ টি-র মতো দশটি গোষ্ঠী। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই তালিকায় কোনও হিন্দু গোষ্ঠীর নাম নেই। সঙ্গতকারণেই তাই দেশ জুড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিন্ধের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

With Best
Compliments
From :-

Punjab
Glass
Depot

A
Well
Wisher

সর্বে সুখীন সন্তু:
সর্বে সন্তু নিরাময়া:

“সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[*কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’ প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩*]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল
৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

MEM
M. E. M. INDUSTRIES
e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor, 18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001, Phone : 22357998, 22352996, Telefax : 033-22351868

OUR RANGE
- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্টরাই প্রথম নোংরা রাজনীতির ভাষা ব্যবহার করে

গূঢ়পুরুষের

কলম

রাজনীতির ভাষা কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে এখন জোর বিতর্ক চলছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে অশালীন ভাষার ব্যবহার করাটা প্রথম শেখায় বামপন্থী কম্যুনিস্টরা। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যের অকৃতদার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কলকাতার বাঙালি কম্যুনিস্টরা তখন রাজনৈতিক শিষ্টাচার বলে কিছু থাকতে পারে তা মানতেই চাইতেন না। তাই রাজনৈতিক ভাষা বলতে বামপন্থীরা খিস্তি খেউড়কেই বেছে নিয়েছিলেন। অকৃতদার প্রয়াত তিন মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কম্যুনিস্টরা প্রচার করেছিলেন যে বহু নারী ভোগের জন্যই তাঁরা অবিবাহিত ছিলেন। সেই সময়ের বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেত্রীর সঙ্গে তাঁদের রসাল গোপন সম্পর্কের কাল্পনিক গল্প আঁতেল মার্কা বাঙালি কম্যুনিস্টরা 'কফি হাউস', 'বসন্ত কেবিন' বা 'স্যাঙ্গুভেলি' রেস্তোরাঁর আড্ডায় জমিয়ে প্রচার করতেন। পরনিন্দা পরচর্চা (পি এন পি সি) মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রিয় বিষয়। ছাত্রজীবনে আমরা বিশ্বাস করতাম যে কলকাতার বিখ্যাত স্টিফেন হাউস-এর বেনামা মালিক প্রফুল্লচন্দ্র সেন। অজয় মুখোপাধ্যায় দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা সুইস ব্যাঙ্কে জমা করেছেন। ডাঃ রায়ের একাধিক শয্যাসঙ্গিনী আছে। বাঙালির মনকে বিষিয়ে দিতে কম্যুনিস্টরাই অশ্লীল, অশালীন, নোংরা রাজনীতির ভাষা ব্যবহার করা শিখিয়েছিল। ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে তখন ব্যক্তিগত কুৎসার রাজনীতির প্রচলন হয়নি। কলুষিত ভাষার ব্যবহার প্রচলন হয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন তখন রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন যে বামপন্থী অপসংস্কৃতিরও তিনি পরিবর্তন চান। শুধু নিজে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মহাকরণে ছড়ি ঘোরাতে তিনি পরিবর্তনের ডাক দেননি। কম্যুনিস্টদের তাড়িয়ে ক্ষমতা দখলের পর বাংলার প্রণম্য মনীষীদের সম্মান জানানো থেকে বারোয়ারি পূজা মণ্ডপে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানোর মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানের কাজও শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই শুভ প্রচেষ্টা ছিল ক্ষণস্থায়ী। মাত্র প্রথম ছয় মাস। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হলো, 'আমি' সব কিছুই করেছি। মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে। এই বাংলায় শেষ কথা বলবো 'আমি'। 'আমি' যা বলবো সবাইকে তা মানতে হবে। যে বা যাঁরা 'আমার' ভুল ধরবেন তাঁদের মাওবাদী বা সিপিএম দুষ্কৃতি বলে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সারা রাজ্যজুড়ে নেত্রীর বড় বড় কাটআউটে ছেয়ে গেছে। কলকাতার মুখ দেখা যায় না। প্রজাতন্ত্র দিবসে কলকাতার রেড রোডে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের ট্যাবলোতে শুধুই মমতাজীর কাটআউট ছবি। তিনি সোনার বাংলা গড়ার দরাজ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সরকারি তহবিলে কর্মচারীদের মাস মাইনে দেওয়ার টাকা নেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়ে দিয়েছে যে সরকারের প্রাপ্য ঋণের সীমা শেষ হয়ে গেছে। আগামী তিন মাস রাজ্য সরকার ঋণ পাবে না। কিন্তু 'দিদি' অদম্য। টাকা নেইতো কি হয়েছে। উন্নয়নের ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিতে এক পয়সাও খরচা নেই। 'দিদি' তাই তাঁর জেলা সফরে আঙুল তুলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন জেলার প্রতিটি ব্লকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজ্যের বেকার ছেলেমেয়েদের আর অন্য রাজ্যে যেতে হবে না। 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পাকা ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তবে রাজ্যবাসীর একটা কথা ভোলা চলবে না। সব কিছুই 'আমি' অর্থাৎ বাংলার সর্বজনপ্রিয় 'দিদি' করেছেন। ওইসব মদন, বালু, পার্থ, ফিরহাদরা নয়। সবই আমি...আমি। তবে বাঙালিকে বিশ্বাস নেই। বড় ভুলো মন ওদের। তাই 'আমার' নির্দেশে ভক্তরা রাজ্যের সর্বত্র কাটআউটের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। কলকাতার পুরানো প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের ঐতিহ্যও 'আমি' পরিবর্তন করেছি। এবার কলকাতার রেড রোডে 'মমতা দিবস' পালিত হয়েছে। পাবলিকও এই পরিবর্তনটা ভাল খেয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজদেরও 'আমি' মা মাটি মানুষের শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছি। জানেন 'আমাকে' কয়েকটা 'ফড়ে দালাল' সাংবাদিক পরামর্শ দিতে এসেছিল যে মিশনের মহারাজদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন থেকে শপথ পাঠ সব কিছুই করতে দিলে শোভন হয়। 'আমি' ফড়েগুলোকে পুলিশ দিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্টেডিয়ামের বাইরে বার করে দিয়েছি। এটা 'আমার' অনুষ্ঠান। শপথ বাক্য 'আমি' ছাড়া অন্য কে পাঠ করাবে! তোমরা 'আমার' ভজনা করো। 'আমি' তোমাদের সোনার বাংলা গড়ে দেব। তবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। কম্যুনিস্টরা ৩৫ বছর ধরে সজনে ডাঁটার মতো চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিয়েছে। আবার নতুন করে সজনে গাছ লাগিয়ে ডাঁটা হলে তবে সোনার বাংলায় মানুষ চিবোবে। ওরা ধ্বংস করতে ৩৫ বছর সময় নিয়েছিল। 'আমি' মাত্র ৩০ বছরেই সব কিছু আবার নতুন করে গড়ে দেব। তাই সবাই ধৈর্য ধরে আর মাত্র ২৮ বছর ২ মাস অপেক্ষা করুন।

EXCLUSIVE COLLECTION OF
DIAMOND, JADAU & GOLD JEWELLERY
GAJA
FINE JEWELLERY
COLLECTION
Exclusive Showrooms
GAJA Heritage - Signature Boutique Store ,"Anandalok", 227,
A.J.C Bose Road, Kolkata-700 017, Ph:-40033656/57/58/59
GAJA Fortknox - Shop No. 202, 2nd Floor, Fort Knox, 6 Camac Street,
Kolkata - 700 016, Ph. +91 33 22820053
GAJA lites - Shop No. 125, 1st Floor, Vardaan Market, 25/A, Camac Street,
Kolkata - 700 016 Ph.+913322901704
Other Showrooms :
Ahmedabad : +91 79 32511995 | Bangalore : +91 80 41538886 |
Gurgaon : +91 124 4006008/9 | Rajkot : 0281 6565 889/890 |
Amritsar : 0183 5059091 | Chandigarh : +91 172 5045450/64 |
Easyday Market Bangalore : +91 80 32559552
Corporate Office
Avani Signature, 4th Floor, Block-402,
91A/1 Park Street, Kolkata-700016
Ph. +91 33 40071630, +91 33 3025 9382/48,
Fax: +91 33 4007 1623
E-mail : gaja.franchisee@sgjhl.com
Website : www.sgjhl.com / www.gajadiamonds.com
A unit of
Shree Ganesh
JEWELLERY HOUSE LTD.

রাহুল জেনে শুনে বিষ করিল পান হাততালি, বাচ্চা লোগ হাততালি

শ্রী রাহুল গান্ধী
সহ সভাপতি, জাতীয় কংগ্রেস
৪৫, অশোকা রোড, নয়া দিল্লী

ক্ষমতা আসলে বিষ। বড় ক্ষমতা পেয়েই বলেছেন আপনি। চিন্তন শিবিরে মোক্ষম দাও মারার পর এটাই রাহুল আপনার প্রথম উপলব্ধি। আপনার মা নাকি কাঁদতে কাঁদতে আপনাকে এ কথা জানিয়েছেন। আপনার দ্বিতীয় উপলব্ধি হলো, যারা শুধু ক্ষমতা ভোগ করে অথচ দায়িত্ব নিতে ভয় পায়, তাদের কথা মানুষ শুনতে চায় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এই মন্তব্য করে আপনি কি ঘুরিয়ে গান্ধী পরিবারের দিকেই আঙুল তুললেন না?

দুঃখিত রাহুল আপনাকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গেছি। বেটার লেট দ্যান নেভার। অভিনন্দন রাহুল। এতদিন ১০ নম্বর জনপথের ক্লাস শেষ হলো। মায়ের কাছে রাজনীতির পাঠ নিয়ে ৪৫ নম্বর অশোকা রোডে যাওয়ার প্রমোশন হলো আপনার। এখন থেকে আপনি মা সোনিয়া গান্ধীর সহকারী, সহ সভাপতি। শুধু তাই নয়, সামনের ভোটে আপনিই দলের ভাঙা হাল ধরার দায়িত্ব পেয়েছেন। মনমোহন সিংয়ের ওপর আপনার মায়ের যে আর আস্থা নেই সেটা বোঝা গেছে। এবার দল সরকার সব ফ্যামিলির মধ্যে রাখার ব্যাপারটা উনি পাকা করে ফেললেন। রাজনীতিতে কিছুই তো বলা যায় না। আপনার মুলায়ম জ্যেঠু, মায়াবতী পিসিমারা যখন আছেন তখন সবই হতে পারে। তাই 'হতে পারেন প্রধানমন্ত্রী'কে সেলামটাও জানিয়ে রাখলাম।

আপনি ক্ষমতা পেয়ে সেদিন বলেছেন, তথ্য জানার অধিকার থেকে একশদিনের কাজ, শিক্ষার অধিকার আইন— এ সবই দেশকে দিয়েছে কংগ্রেস। কিন্তু মানুষ এখন অনেক বেশি অসহিষ্ণু। তারা এখন শাসনকার্যে সরাসরি যোগ দিতে চায়। বিশেষ করে যারা শুধু ক্ষমতাভোগী কিন্তু দায়িত্ব থেকে শত হস্ত দূরে তাদের কথা শুনতে চায় না। কিন্তু বলুন তো এসব বলে ঘুরিয়ে কার্যত নিজেরই পরিবারের দিকেই আঙুল তুললেন কি তুললেন না? ইতিহাস বলছে তুললেন। জানি আপনি অত ভেবে করেননি। সত্যিই তো আপনি ছেলেমানুষ। সুতরাং কেউ কিছু ভাববে না। গান্ধী পরিবারের প্রতি আমাদের যা ভক্তি তাতে কেউ কিছু ভাববে না। গান্ধী পরিবারকে কাঠগড়ায় তুললেও না। গান্ধী পরিবার তো বটেই এই দেশটাও যে আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তি তা বিশ্বাস করে দেশ। সুতরাং আপনার নিন্দা করার অধিকার আপনার ছাড়া কারও নেই।

গান্ধী পরিবারের যুবরাজ আপনি সেখানেই থামতে পারতেন। কিন্তু তা না করে আন্না হাজারে শিবিরই হোক বা বিরোধীপক্ষ --- সকলের সমালোচনা করেছেন। ইউপিএ আমলে একের পর এক লাখ লাখ কোটি টাকা দুর্নীতি কাণ্ড স্রেফ ভুলে গিয়ে আপনি অভিযোগ করলেন, যারা সব থেকে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত তারাই নাকি আজ দুর্নীতি বিরোধী কথা বলছে। কিন্তু আপনি ইতিহাস হয়তো পড়েননি, খবরের কাগজ তো পড়েন। অতীত না জানলেও বর্তমান তো নিশ্চয়ই জানেন। আচ্ছা বলুন তো, দুর্নীতির ব্যাপারে আপনাদের নেতৃত্বাধীন আমলের সঙ্গে কেউ পারবে? কোনওদিন পেরেছে?

আবেগে মাখামাখি হয়ে সেদিন আপনি রাহুল আরও বলেছেন, মা সোনিয়া এদিন সকালে তাঁকে কেঁদে কেঁদে বুঝিয়েছেন, ক্ষমতা আসলে বিষ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন উপলব্ধির পরও কেন ক্ষমতার গরল পান করলেন রাহুল? আপনার মা নয় করে ফেলেছেন ওগরাবার সুযোগ নেই, কিন্তু জেনে শুনে আদরের ছেলের হাতে কেন গরল ভরা গ্লাস তুলে দিলেন?

সত্যি বলছি মাননীয় রাহুল, আপনার সেদিনের বক্তৃতা ভুলতে পারছি না। আপনি সেদিন আক্রমণ শানিয়েছেন সিস্টেমের বিরুদ্ধে। বলেছেন, যাঁরা অনেক বেশি যোগ্য এই সিস্টেম তাঁদের ক্ষমতার বাইরে রেখেছে, তাঁদের কথা শোনার কেউ নেই। হাততালিও পেলেন অনেক। কিন্তু হাততালি দিতে মগ্ন থাকা আপনার মোসায়েবরা প্রশ্ন করতে ভুলে গেলেন, স্বাধীনতার পর থেকে সিংহভাগ সময় মসনদে থাকা কংগ্রেস দেশে এমন ভুলভাল সিস্টেম গড়ল কেন?

রাহুল আপনাকে দলের প্রথম সারিতে নিয়ে আসাটা যে নিছকই সময়ের অপেক্ষা তা জানাই ছিল। সবাই আড়ালে ফিক ফিক করে হেসে বলল, দু'নম্বরকে দু'নম্বর ঘোষণা করার জন্যই এত ঢাকঢোল পিটিয়ে চিন্তন বৈঠক? যেটা চিন্তা করাই ছিল সেটা আবার ঘটা করে চিন্তা করা কেন রে বাবা? আসলে রাহুল, ওরা বোঝে না, এটা গান্ধী পরিবারের চিন্তার স্টাইল। রাজ পরিবারের অভিষেক কি চুপিচুপি হয় নাকি! লোক লস্কর, সানাই, ভিয়েন এসব তো চাই।

আপনি তো জন্মসূত্রেই তিনজন প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকার বহন করছেন। রাজ পরিবার ছাড়া কি বা বলা যায়! একই সঙ্গে মা সোনিয়া গান্ধী শুধু কংগ্রেস সভানেত্রীই নন, ইউপিএ সরকারের অন্তরাত্মা। রাজনৈতিক জীবন বরাবরই কুসুমাস্তীর্ণ। লন্ডনের ত্রিনিটি কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর কিছুদিন সেদেশেই চাকরি করেন। এরপর ২০০৪ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ। আর ২০০৭ সালেই সাধারণ সম্পাদক পদ। ইতিমধ্যেই অবশ্য ২০০৪ সালে বাবা রাজীব গান্ধীর কেন্দ্র উত্তর প্রদেশের আমেঠি থেকে সংসদ হয়েছেন আপনি। ২০০৯ এর নির্বাচনে জয় পেতেও গান্ধী পরিবারের যুবরাজ হিসেবে আপনাকে কোনও বেগ পেতে হয়নি। ন'বছরের এই রাজনৈতিক জীবনে পরীক্ষার মুখোমুখি একবারই হতে হয়েছে। গত বছর উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েও পাশ মার্ক তুলতে পারেননি। নিজেই সে দায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এখন সেই আপনার ওপরই সবদিক থেকে কোণঠাসা কংগ্রেসকে তুলে ধরার গুরু দায়িত্ব। তাই শুধু গরল নয়, না বুঝে ছুঁচোও কিন্তু গিলে ফেললেন।

সুন্দর মৌলিক

সুব্রত মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের অধীন এক রাজকর্মচারী মাত্র

অমলেশ মিশ্র

সংবাদমাধ্যমগুলি বিষয়টিকে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত বলে ব্যাখ্যা করছেন এবং প্রচার করছেন। বস্তুতঃ বিষয়টিকে 'রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যসরকারের সংঘাত' বলে ব্যাখ্যা করাটা বিষয়টিকে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা। এটি অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। বিষয়টির দিকে একবার নজর দেওয়া যাক।

ভাঙ্গড়ে এবং বামনহাটায় সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে— যা স্বাভাবিক নয়। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান ক্ষুব্ধ হয়েছেন— তাঁর মনে হয়েছে এই ধরনের ঘটনা ঘটা খুবই উদ্বেগের এবং সেই কারণে বলেছেন যে প্রশাসনকে গুরুতর ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁর ধারণা হয়েছে এই ধরনের কাজগুলি গুণ্ডামির পর্যায়ে পড়ে এবং পুলিশের দায়িত্ব গুণ্ডামি নিয়ন্ত্রণ করা। পুলিশ এই দুই ঘটনার ক্ষেত্রে তা করেনি।

ক্ষুব্ধ রাজ্যপালের এই মন্তব্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বর্তমান সরকারের মন্ত্রীদেরও কেউ কেউ রাজ্যপালের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ। এই ক্ষুব্ধ মন্ত্রীদের মধ্যে সুব্রত মুখোপাধ্যায় একজন। এবং রাজ্যপালের ওই ক্ষুব্ধ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি যা বলেছেন তা তার সরকারের বক্তব্য নাও হতে পারে। ফলে রাজ্য সরকার সংঘর্ষের রাস্তায়— একথা বলা যায় না। মন্ত্রিসভা যদি বৈঠক করে রাজ্যপালের মন্তব্যের বিরোধিতা করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতেন তখনই বিরোধটাকে রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকার বলা যেতে পারত। বর্তমান যে সরকার এই রাজ্যের শাসনে আছেন সেই সরকার মূলত একজনের কথাতেই চলে। তিনি একজন হলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার বৈঠক না করেও তিনি যা বলেন তাই-ই এই রাজ্যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত এবং বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই ঘটনায় সেই মুখ্যমন্ত্রীও কোনও মন্তব্য প্রকাশ্যে করেননি। ফলে এদিক দিয়ে বিচার করলেও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য অনুযায়ী 'রাজ্যপাল

সুব্রত মুখার্জী

এম কে নারায়ণন

বনাম রাজ্যসরকার' অভিধা দেওয়া যায় না।

ইতিপূর্বে আমরা কয়েকজন রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘর্ষ দেখেছি। সেখানে রাজ্য সরকার সম্মিলিতভাবে রাজ্যপালের সাংবিধানিক ক্ষমতার প্রসঙ্গে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেছেন। রাজ্যপাল ধরমবীরা-র সময় তো এই সংঘর্ষ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল।

কয়েকবছর আগে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী নন্দীগ্রাম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যা বলেছিলেন তা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত উদ্বেগ, উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। ঘটনাগুলি তাঁর কাছে 'হাড়হিম' করা বলে মনে হয়েছিল— তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর ওই মন্তব্য এবং রাজ্যপাল নারায়ণন-এর বর্তমান মন্তব্য এক ধরনের নয়। রাজ্যপাল গান্ধী ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন মাত্র— সরকারের প্রতি কোনও কর্তব্যের নির্দেশ ওই মন্তব্যে ছিল না। কিন্তু রাজ্যপাল নারায়ণন তাঁর মন্তব্যে সরকারকে কী করতে হবে তারই নির্দেশ দিয়েছেন বলা যায়। ফলে রাজ্যপাল নারায়ণনের মন্তব্য অনেকটাই সাংবিধানিক কর্তৃত্বের প্রতিফলন করে যা রাজ্যপাল গান্ধীর মন্তব্যে ছিল না।

রাজ্যপাল নারায়ণন তাঁর মন্তব্যে যদি সাংবিধানিক কর্তৃত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন বলে মনে করি তাহলে প্রশ্ন আসে সে কর্তৃত্ব সত্যি তাঁর আছে কি-না, যদি থাকে তাহলে সেই কর্তৃত্বের উৎস কোথায়।

এই প্রসঙ্গেই 'ভারতীয় সংবিধানের ১৫৪, ১৬৩ ধারা'র কথা আসে। সুব্রতবাবু সংবিধান বিশেষজ্ঞ নন তাই তিনি হয়ত এগুলি জানেন না এবং এই 'না জানা'-টিকেই তিনি গর্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন যে রাজ্যপাল সংবিধান সম্মত রাস্তায় চলেননি। সংবিধান নাকি তাকে ওই ধরনের মন্তব্য করার সুযোগ দেয়নি। তাঁর মন্তব্য, সুব্রতবাবুর ব্যাখ্যায়, মন্ত্রিসভার ইচ্ছা মতোই হওয়া প্রয়োজন। একজন মন্ত্রীর (যে স্তরেরই হোন) সঙ্গে একজন রাজ্যপালের এইখানেই পার্থক্য। মন্ত্রীরা 'না জানা' বিষয়ে বিজ্ঞের মতো কথা বলতে পারেন কিন্তু একজন রাজ্যপাল তা পারেন না। তাই রাজ্যপাল সারারাজ্যে একজনই হন আর মন্ত্রী হন অনেকেই। একজন রাজ্যপালের সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং মর্যাদা যে কোনও মন্ত্রী এমন কি সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো মন্ত্রীর থেকেও বহুগুণ বেশি। রাজ্যপালদের ভোটের অঙ্কে মাপবার মূঢ়তা তারাই দেখান যারা ভোট ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না। ভোট ওঁদের কাছে ব্যাঙ-এর আধুলির মতো।

সংবিধানের উল্লিখিত ধারাগুলি অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে অনেক নির্দেশই দিতে পারেন এবং রাজ্যসরকার তা যদি না পালন করেন তখনই 'সংঘর্ষ' শব্দটি ব্যবহার সঙ্গত হয়। মন্তব্য যে কোনও বিষয়ে যে কেউ করতে পারেন। সাংবিধানিক সীমার মধ্যে রাজ্যপালও পারেন। ভাঙ্গড় ও বামনঘাটার প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সীমার মধ্যেই তা করেছেন। এবং তা সংবিধানের ধারাসম্মত।

তবে এই একটি ঘটনারই প্রতিক্রিয়া তাঁর এই মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে বলে আমার মনে

হয় না। বেশ কতকগুলি ঘটনা পরপর ঘটেছে এবং সেই সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে যারা সরকার চালান তাদের কথাবার্তা এবং কার্যাবলী, তাদের নির্দেশে পরিচালিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভূমিকা ধীরে ধীরে কে. আর. নারায়ণনের মনে ক্ষোভ তৈরি করছিল। একটি শাসন ব্যবস্থায় এই ধরনের পরপর দুর্ঘটনা এবং তার সরকারি প্রতিক্রিয়া তাঁকে ব্যথিত করেছিল এবং ক্ষুব্ধও। আইন-মানা এবং আইন-জানা এই ভদ্রলোক নিজেই স্বগুণে উচ্চপদাধিকারী ছিলেন। ফলে তার অভিজ্ঞতা ও অভীপ্সিত অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই ঘটনাগুলি খাপ খাচ্ছিল না। ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হওয়া ক্ষোভ এবং বিরূপতা খুব শালীনভাবে হলেও তিনি প্রকাশ্যে বলতে বাধ্য হয়েছেন। আর তিনি যা বলেছেন তা সম্ভবতঃ রাজ্যের মানুষের অনেকেরই মনের কথা। রাজ্যপালের এই মন্তব্যের যে গুরুত্ব সুব্রতবাবুদের দেওয়া সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক ছিল— তা দেওয়া তো হয়ইনি এমন কি সুব্রতবাবুর বিরূপতা শালীনতা ও সংবিধানকে অতিক্রম করে গেছে।

সুব্রতবাবু একজন সামান্য বা 'অসামান্য' মন্ত্রী, রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। সুব্রতবাবুর নিয়োগ কর্তাও রাজ্যপাল। তাঁর মন্ত্রীত্বের চাকুরীটাও খেয়ে নিতে পারেন রাজ্যপাল। ভারতের সংবিধানের ১৬৪ নং ধারার একথা স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে। এই দিক থেকে বিচার করলে অর্থাৎ সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল সুব্রতবাবুর 'বস' বলতে ইংরাজীতে যা বোঝায় তাই-ই। ফলে সুব্রতবাবু যা বলেছেন তা শালীনতা এবং সংবিধান দুটোরই বিরুদ্ধে গেছে। সেই সুব্রতবাবু রাজ্যপাল সম্পর্কে বললেন--- আমরা নজর রাখছি...এখন হলুদকার্ড দেখালাম, পরে লালকার্ড ইত্যাদি। ভাবুন তো, একজন মন্ত্রী বলছেন যে তিনি রাজ্যপালকে নজরে রাখছেন! সুব্রতবাবু কি নিজেকে রাজ্যপালের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ভাবেন নাকি? অথচ সংবিধানের ১৬৪ ধারা ঠিক উল্টোটাই বলছে যে— রাজ্যপালই মন্ত্রী সুব্রতবাবুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। শুধু তাই নয় সুব্রতবাবু রেফারির ভূমিকায়। তিনি রাজ্যপালকে হলুদ কার্ড দেখালেন অর্থাৎ সতর্ক করলেন। রাজ্যপাল যদি এর পরও 'ফাউল' করেন অর্থাৎ কড়া মন্তব্য করেন তাহলে সুব্রতবাবু তাকে লাল কার্ড দেখাবেন অর্থাৎ মাঠের বাইরে বের করে দেবেন। একজন মন্ত্রী কি রাজ্যপালকে পদচ্যুত করতে পারেন? রাজ্যপাল কি খেলোয়াড়? সংবিধান অনুসারে তিনিই তো রেফারি এবং সুব্রতবাবু একজন খেলোয়াড়। রাজ্যপালই তাকে অবস্থা অনুসারে হলুদ এবং লাল কার্ড দেখাতে পারেন। সংবিধানের ১৬৪ ধারা বলছে— the ministers shall hold office during the pleasure of the Govern.

তাহলে দেখা যাচ্ছে সুব্রতবাবুর এই ফট্টাই এবং হামবড়ামি- সংবিধানে সম্মত নয়। তিনি অবশ্য বলেছেন যে তিনি সংবিধান বিশেষজ্ঞ নন। তবে সংবিধানের ১৬৪ ধারা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নাই। সহজ ইংরাজীতেই লেখা আছে।

মর্যাদাপূর্ণ মানুষ ও পদকে গালাগাল করে নিজেকে বড় বলে প্রতিপন্ন করার একটা প্রবণতা এখন বেশ লক্ষ্য করা যায়। সুব্রতবাবুর এই ভাষা এবং তা ব্যবহার করার ভঙ্গী একান্ত অমার্জিত ও অশালীন হলেও সুশিক্ষিত রাজ্যপাল খুব মার্জিত এবং শালীনভাবেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি রাজ্যপালের ভাষায় কথা বলেছেন। অর্থাৎ সুব্রতবাবুর মন্ত্রিসুলভ ভাষা ব্যবহার না করলেও তিনি রাজ্যপালসুলভ ভাষা ব্যবহার করেছেন।

জানি না, সুব্রতবাবুর রাজ্যপালের ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছেন কি-না। তবে যে সুব্রতবাবু রাজ্যপালের মন্তব্য সহ্য করতে পারলেন না পাতলা চামড়ার কারণে সেই সুব্রতবাবু মুখ্যমন্ত্রীর চাবুক নীরবে হজম করে নিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তার চামড়া মোটা হয়ে গেল! রাজ্যপাল সম্পর্কে ওই মন্তব্য করার পর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন সরকারি মুখপাত্র হিসাবে কে কে কথা বলবেন। সেই তালিকায় সুব্রতবাবুর নাম নাই। একে চাবুক বলা যায়— আবার কেউ একে ফুলও ভাবতে পারেন। কে কী ভাববেন তা নির্ভর করে সেই ব্যক্তির আত্মসম্মান বোধ-এর উপর। এই আত্মমর্যাদা বোধটা কাউকে শেখানো যায় না। এটার ভিত্তি হলো মূল্যবোধ।

মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সুবিধার জন্য ভারতের সংবিধানের ১৫৪, ১৬৪ এবং ১৬৬ ধারার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি। বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য শ্রদ্ধেয় ডি. ডি. বাসুর গ্রন্থগুলিই সহজপাচ্য, ১৬৩ ধারা :

163 (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advice the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under his constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this constitution required to act in his discretion, *the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of any this done by the Governor shall not be called in question* on the ground that he ought not to have acted in his discretion. (এইটাই সুব্রতবাবুকে নস্যাৎ করতে যথেষ্ট)

(3) The question whether any, and if so what, advice and tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired in any court.

১৬৪ ধারা (1) The chief Minister shall his appointed by the Governor and *the other ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister,* and *the ministers shall hold office driving the pleasure of the Governor* (সুব্রতবাবুর নিয়োগকর্তা এবং বরখাস্ত করার কর্তা রাজ্যপালই।)

এই ধারাটির আরও খানিকটা আছে তবে তা এক্ষেত্রে প্রয়োজন নয়।

এই সূত্রে রাজ্যপালের সাংবিধানিক মর্যাদা ও অবস্থানের বিষয়টি সংবিধানে 'অবিশেষজ্ঞ' সুব্রতবাবুর অবগতির জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন—

ধারা ১৫৪ (1) The executive power of the state shall be vested in the Governor and shall be *exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution.* এই ধারায় 'officers subordinate to him' বলতে সুব্রতবাবু সহ সমস্ত মন্ত্রীকেই বোঝানো হয়েছে। ফলে রাজ্যের প্রশাসনিক ময়দানে রেফারি হলেন রাজ্যপাল। সুব্রতবাবু একজন খেলোয়াড় মাত্র যাকে হলুদ এবং লাল কার্ড দেখানোর সাংবিধানিক ক্ষমতা রাজ্যপালকেই দেওয়া হয়েছে।

চরিত্র বদলাচ্ছে বইমেলার

রমানাথ রায়

বই মানবজীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গী, বই কারও সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে না। বই আমাদের অন্তরের অন্ধকারকে দূরীভূত করে; বই মানুষের অর্জিত জ্ঞান ভাণ্ডারের লিখিত রূপ। বইকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে মানব সভ্যতা, তৈরি হয়েছে আজকের সংস্কৃতি। কিন্তু যারা শিক্ষিত, যারা বই পড়তে আগ্রহী, চিরকাল কেবল তাদের মধ্যেই বইয়ের সীমাবদ্ধতা ছিল। সেই কারণেই এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের মধ্যে বইয়ের ব্যাপকতা এনে দেওয়ার একটা স্বাভাবিক তাগিদও দেখা দিয়েছিল। আর তারই ফল স্বরূপ কতিপয় ব্যক্তি আয়োজন করলেন বই মেলার। এরজন্য তাঁরা বেছে নিলেন কলকাতার ময়দান। কলকাতা বইমেলার প্রথম পীঠস্থান। বই বিক্রি নয়, তখন উদ্দেশ্য ছিল লেখক-পাঠকের মিলন ঘটানো। লেখকরা প্রতিদিন মেলায় আসতেন, পাঠকরা তাঁদেরকে ঘিরে ধরতেন, আলোচনা হোত তাঁদের নানা বই নিয়ে। পরস্পরের চিন্তাভাবনার আদান-প্রদানের মিলন ভূমি হয়ে উঠেছিল ময়দানের বইমেলা। আর এটাকেই বড় ভাবে দেখা হোত। এখানে যেমন থাকতেন বড় পুস্তক ব্যবসায়ীরা, তেমনি থাকতেন ক্ষুদ্র প্রকাশকরাও।

আর 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন'-এর সমস্ত স্টলগুলি থেকেই পাওয়া যেত নানা উত্তেজনার খোরাক। তখনকার বইমেলায় এতো ভিড় ছিল না। মানুষে মানুষে ঠেলাঠেলি ছিল না। স্বচ্ছন্দে যে কোনও বইয়ের দোকানে ঢোকা যেতো। বই নিয়ে নাড়াচাড়া করা যেতো। অর্থাৎ বই বাছাইয়ের একটা সুযোগ ছিল তখন। সেই দিক থেকে বিচার করলে এখনকার বইমেলার চরিত্র বদলেছে আমূল। এখন সাহিত্য নয়, সংস্কৃতি নয়, বই বিক্রি করাটাই বড় হয়ে উঠেছে। কে কতো টাকার বই বিক্রি করলো, গিল্ডের তহবিলে কত টাকা এলো সেটাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ক'জন নতুন পাঠক পাওয়া গেল, শিল্প সাহিত্যের প্রসার কতটা ঘটলো তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। টাকাটাই প্রথম কথা, টাকাটাই শেষ কথা। মেলা প্রাঙ্গণে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, নিজেদের দলের লেখকদের দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার। দু-একটা বক্তৃতাও হয়। কিন্তু সবই যেন লোক দেখানো, নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার করা। শুধু তাই নয়, মেলার মধ্যেই বড় বড় খাবারের দোকানে উপচে পড়া ভিড়। দেখে মনে হয় এরা বই কিনতে আসেনি, যেন খেতে এসেছে। কেউ কেউ গিটার বাজিয়ে গান করে, যুবক-যুবতীরা জমিয়ে নেয় তাদের প্রেমের আসর। মাঝে মাঝে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এরা নিশ্চয় বই ভালবাসে না? এরা আসে হুজুগে। ভালবেসে বই মেলায় এসেছে এটা গর্বের সঙ্গে প্রচার করতে। বই মেলায় যাওয়াটাকে একটা 'স্টেটাস সিম্বল' করে তোলে।

আর বর্তমানে যেখানে মেলা বসে সেই জায়গাটাও সুবিধের নয়, যাতায়াতের খুব সমস্যা। মেলা পরিসরটিও বড়ো নয়। ফলে ছুটির দিনে এমন ভিড় হয় যে দোকানে ঢুকে বই দেখা দূরে থাক, হাঁটতেও কষ্ট হয়। তবে এসবের থেকে বড়ো কথা— বই মেলা হচ্ছে, বই মেলায় মানুষ আসছে। অনেকে বই পড়তে ভালবাসে না তবু প্রতিবছর আসে। এভাবে আসতে আসতেই তাদের মধ্যে হয়তো একদিন বইয়ের প্রতি ভালবাসা জন্মাবে। হয়তো একদিন বই পড়ে আনন্দ পাবে, বুঝতে পারবে সিনেমা যা দিতে পারে না, রাজনীতি যা দিতে পারে না, বই তাই দিতে পারে। ভালবাসতে শুরু করবে বইকে, বুঝতে পারবে বই মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এখানেই বইমেলার সার্থকতা। বর্তমানের বইমেলায় অবশ্যই অনেক ত্রুটি, অনেক অসঙ্গতি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বইমেলাকে কেন্দ্র করে পাঠক, লেখক ও প্রকাশকদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস বর্তমান তাকে অস্বীকার করা যায় না। আর এই উচ্ছ্বাসকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হচ্ছে হাজার হাজার বই। ফলে শুধু প্রকাশকদের নয়, প্রকাশনা জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। তবে আফশোসের কথা— বাংলা ভাষায় গল্প উপন্যাস যতো ছাপা হয় সেই তুলনায় প্রবন্ধের বই ছাপা হয় অনেক কম। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত ভাবনা নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যাও কম। বিশেষ করে কমপিউটারের বাংলা বই নেই বললেই চলে। থাকলেও নগণ্য। আমাদের প্রকাশকদের এ বিষয়ে ভাবা দরকার। যে ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয় না, সে ভাষার মূল্য কতখানি তা সন্দেহের। লেখক, প্রকাশকরা এ নিয়ে না ভাবলে শিক্ষার প্রসার ঘটবে না। মানুষের চিন্তার জগত সমৃদ্ধ হবে না, ফলে একটা জাতি আস্তে আস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এটা ভাবলে আমার দুঃখ হয়, আমার ভয় হয়।

অনুলিখন : বিরাজ রায়

কলকাতা বইমেলা এবং আমাদের গ্রন্থপ্রেম

রমাপ্রসাদ দত্ত

'সকলের জন্যে বই' কথাটা বইপাড়া বলতে পারে না মন খুলে। কোথায় যেন আটকে যায় সৌজন্য প্রকাশ। প্রকাশক আর তাঁদের লোকজন সবসময় দ্বিধার দ্বন্দ্বে দোলেন। ক্রেতাকে বেশি আমল দেওয়া ঠিক নয়। ব্যবসায় কাঠিন্য বজায় না রাখলে মুশকিল। কিন্তু আর পাঁচটা ব্যবসার সঙ্গে বইব্যবসাকে এক ছাঁচে ফেলা ঠিক নয়। তবে যাঁরা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকছেন তাঁরা বই ব্যবসার মান মর্যাদাকে অনেকটাই নিচে নামাচ্ছেন। আগে যে কাণ্ড করতেন অল্প কিছু মানুষ, এখন তাঁরা দলে ভারী। বই প্রকাশ সম্পর্কে তাঁদের কাছে গণমাধ্যমের লোকজন কিছু জানতে চাইলে সৌজন্যের মুখোশ পরে অনেকরকম আদর্শটাদর্শের বচন শোনাবেন। তারপর মুখোশ খোলা মুখ আর অতি হিসেবি মন নিয়ে ব্যবসার অঙ্ক মেলানোর কাজ চালিয়ে যাবেন।

এই ছবিটা একটু বদলাতে দেখি কলকাতা বইমেলার সময়। বারোদিনের মেলায় যাঁরা যোগ দেন তাঁরা কোনও কারণে নিজেদের অভ্যস্ত আচরণ খানিকটা পালটে ফেলেন। অনুমান নয়, কয়েকটি কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১. বইপাড়ার বাঁধা এলাকার বাইরে গিয়ে নিজেদের মেজাজমরজি শুধরে নেন অন্যদের দেখাদেখি। ২. ক্রেতা বা পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হওয়ার ফলে অভিজ্ঞতা অন্যরকম হয়। ৩. বইকে কেন্দ্র করে যে উৎসব তাতে অংশগ্রহণের ফলে চেনামহলে খানিকটা মর্যাদা বাড়ে। ৪. ইচ্ছে থাকলে বইদুনিয়ার অনেকরকম পালাবদলের সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। ৫. মিলেমিশে পাঠকের স্বার্থে প্রকাশনার উন্নয়নের তাগিদে মেলাকে খোলাচোখে দেখলে অনেকটা লাভ হয়, যা কলেজস্ট্রিট বইপাড়ায় বসে সম্ভব নয়।

বিশ্লেষণ করলে বইমেলার সপক্ষে অনেক বাক্য সাজানো যেতে পারে, যা থেকে প্রকাশকদের লাভ যথেষ্ট। বইমেলার মেয়াদ এবছর চারদিন বেড়েছে। প্রকাশকদের একটা অংশ বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলা শুরু করেছেন, 'এই চারদিন বাড়িয়ে আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। বাড়তি বই বিক্রি হবে না, অথচ আয়োজক সংস্থা গিল্ড টাকাপয়সা আদায় করে নেবে। আমাদের খরচ বাড়ছে সবদিক থেকে— এব্যাপারে গিল্ডের কোনরকম ভাবনা নেই।'

আবার যাঁরা সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত তাঁদের বক্তব্য, 'চারদিন মেলার মেয়াদ বাড়ল— এ নিয়ে হইচই করার কি থাকতে পারে? মেলা ঠিকমতো জমে উঠতে তিন চারদিন লেগে যায়। কোনও বছরেই মেলা শুরুর দিনে সব কাজ শেষ হয়ে গেছে— এমন নজির নেই।' কারণ অনেক। মাঠ পেতে দেরি হয়। কাজ শুরু হতে সময় লাগে। মেলা শুরুর আগে মাঠের চেহারা না দেখলে

বোঝা কঠিন কীভাবে দিনরাত এক করে লোকজন মেলার প্রস্তুতি-কাজে যুক্ত থাকেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি বড় মাপের যে কোনও আয়োজনে থাকতেই পারে। সাগ্রহে লক্ষ্য করা দরকার উৎসাহ ও আবেগের প্রাবল্য কতখানি। মেলা যেখানে সর্বজনের উৎসব সেখানে সব কাজের মধ্যেই সক্রিয় থাকে সমবেত প্রয়াসের আন্তরিকতা। কলকাতা বইমেলার

আয়োজনে এটা প্রথম থেকেই দেখা যাচ্ছে। যা অন্য কোনও মেলায় বড় একটা চোখে পড়ে না।

বইকে নিয়ে আজ যে মেলা তার শুরুতেই যতটা চমক ছিল, তার থেকে বেশি থেকেছে আন্তরিকতা। সেই আন্তরিকতার ঐশ্বর্যে পাঠকেরা বা গ্রন্থপ্রেমীর সঙ্গে নিবিড় গভীর বন্ধন গড়ে উঠেছিল। বইকে কেন্দ্র করে এমন উৎসবকে আপন ভাবতে পেরেছিল বাংলার পুস্তক অনুরাগীরা। বইপাড়ার গণ্ডীর বাইরে এসে মেলায় যোগ দিয়ে প্রকাশকরা চেয়েছিলেন পাঠকদের যথাযথ সম্মান জানাতে। সমাদর মিললে সাধারণ মানুষ সমর্থন বা সহযোগিতার জন্যে সবসময় তৈরি— এটা বোঝা গেছে। যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁরা পাঠকদের জন্যেই সমস্ত আয়োজনে তৎপরতা দেখিয়ে খুব সহজেই পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে বইপাড়ার কয়েকজন প্রকাশক মিলে গড়ে তোলেন 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড'। ১৯৭৬-এ প্রথম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা ময়দানে। 'ক্যালকাটা বুক ফেয়ার' পরিচয় বাংলায় 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'। বছরে একবার বইমেলার আসর বসেছে। নিয়মিত মেলার আয়োজন হয়েছে। এবারের মেলা ৩৭তম বছরের মেলা। যে মেলা গ্রন্থপ্রেমীদের কাছে ক্যালকাটা বুক ফেয়ার বা বইমেলা পরিচিতিতে আপন হয়ে গেছে।

মেলার প্রথম আয়োজন কলকাতা ময়দানে। ভিকটোরিয়া স্মৃতিসৌধের পাশের মাঠে মেলা হয়েছে। শুরুতে ছোট মাপে আয়োজন হলেও তা গ্রন্থপ্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পায়। কলকাতা বইমেলা বঙ্গজীবনে নতুন পরিচয় নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু শুরুর পরপরই আসতে থাকল নানারকম বাধা। তা বড়রকম চেহারা নেয় এরাজ্যে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর। বামফ্রন্ট ঠিক করে বইমেলার আয়োজন হবে সরকারি উদ্যোগে। প্রকাশকদের একটা সংস্থার সহযোগীর ভূমিকা ছিল। নাম হলো : 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা।' ইংরেজি পরিচিতি 'ওয়েস্টবেঙ্গল বুক ফেয়ার।' ১৯৮০ থেকে শুরু মেলা। প্রথমবার হলো পার্কসার্কাস ময়দানে। সেই আয়োজনে আন্তরিকতার অনটন হয়নি। তারপরই কারও কারও পরামর্শে বা দলীয় সিদ্ধান্তে কলকাতা বইমেলার আয়োজকদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হলো সরকারি তরফ থেকে। কলকাতা বইমেলার আয়োজনে রাজ্য সরকারের অফিসাররা সহযোগিতা করতেন। মন্ত্রিদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। সে সময় দেখা যেত একমাস কখনও পনেরো দিনের ব্যবধানে দুটো বইমেলা অনুষ্ঠিত হোত কলকাতা ময়দানে। একটা বেসরকারি, গিল্ডের 'কলকাতা বইমেলা'। অন্যটা রাজ্য সরকারের উদ্যোগ 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা'। স্মৃতি ঝাপসা হয়নি অনেকেরই। কলকাতা বইমেলা জমজমাট প্রাণবন্ত উৎসবের চেহারা নিত। আর সরকারি গ্রন্থমেলা আকৃষ্ট করতে পারত না গ্রন্থপ্রেমীদের। বইকে পাঠকের কাছে নিয়ে যাওয়ার একইরকম উদ্যোগ হলেও। একটা মেলা প্রাণখুলে গ্রন্থপ্রেমীকে ডাক দিতে পেরেছিল। অন্য মেলার আয়োজনে থেকেছে দ্বিধাদ্বন্দ্ব জড়তা। তা সাধারণ পাঠকদের মন ছুঁতে পারেনি। মেলার মাঠে দলতন্ত্র কায়েম করার প্রবণতা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। কলকাতা বইমেলা আয়োজনে নানারকমভাবে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় বলা হয়েছে, ভিকটোরিয়ার পাশের মাঠে সরকারি গ্রন্থমেলা হবে, গিল্ডকে মাঠ দেওয়া যাবে না। একবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মেলার আয়োজন করতে হয় গিল্ডকে। তারপর গিল্ড বেছে নেয় পার্কস্ট্রিটের মোড়ে টেরিটোরিয়াল আরমির মাঠ। সেখানে গিল্ডের মেলা জমে ওঠে। জায়গাটা বইমেলার মাঠ হিসেবে পরিচিতি পায়। তখন রাজ্য সরকার প্রস্তাব দেয় গিল্ডকে পুরানো জায়গায় মেলা করার জন্যে। গিল্ড সৌজন্য বজায় রেখে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। একসময় সরকারি বইমেলা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিএম দল কলকাতা বইমেলার দখল নেওয়ার জন্যে ছক তৈরি করে এগোতে থাকে। গিল্ডের কিছু সদস্য এটা চাইলেন না। তাঁরা বললেন— 'সরকার সহযোগিতা করতে পারে, কিন্তু দলের কারও মাতব্বরি চলবে না।' গিল্ডের কিছু সদস্য ব্যবসায়িক আখের গোছানো ও অন্যান্য হিসেব কষে দোস্তি পাতালেন বাম সরকারের প্রধান দলের কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে। যে কলকাতা বইমেলাকে বামবাবুরা এড়িয়ে চলতেন, বানচালের জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের 'পুস্তকপ্রেমী', বইমেলার সমর্থক হিসেবে জাহির করতে লাগলেন। রাজ্যের প্রাক্তন সবজান্তা সাজা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তাঁর বিশ্বস্তবাহিনী পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড একরকম দখল করে নিজেদের গ্রন্থপ্রেম দেখাতে লাগলেন। ওইসময় গিল্ডেরই কয়েকজন সদস্য বলেছিলেন, 'কলকাতা বইমেলা নিজস্ব পরিচিতি পেয়েছে। তার পিছনে বিপুল জনসমর্থন রয়েছে। মেলার আয়োজনকে সমর্থন করেছেন গ্রন্থপ্রেমীরা। সর্বজনের উৎসব হয়ে উঠেছে।' কর্মকর্তারা কে কোন অঙ্ক কষে কার ভজনায় ব্যস্ত সেদিকে বইপ্রেমীদের নজর নেই। তাঁরা বইয়ের টানে ছুটে যেতে চান। ভিতর থেকে ডাক আসে মেলা দেখার। এ যেন দুর্গোৎসবের মতো। কারা পুজো করছে দেখা নয়, পুজোর পরিচিতিটাই বড়। 'কলকাতা বইমেলা' সেই জায়গাটা পেয়ে গেছে। কে সম্পাদক কে মাঠকর্তা কে সভাপতি— এসব নিয়ে সাধারণ গ্রন্থপ্রেমীর আদৌ মাথাব্যথা নেই। তাঁরা চান মেলার ঠিকমতো আয়োজন হোক। অব্যবস্থা একটু কমুক। গ্রন্থপ্রেমীরা বইয়ের টানে যেন খুশিমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন।

মেলার মাঠে প্রবেশের জন্যে দক্ষিণা দিতে গ্রন্থপ্রেমীরা সব সময় তৈরি ছিলেন। গত বছর থেকে প্রবেশ দক্ষিণা দিতে হচ্ছে না। অনেকের মত, সামান্য প্রবেশ দক্ষিণা থাকা দরকার ছিল। তাতে গ্রন্থপ্রেমীদের অমর্যাদা বা অসুবিধে হোত না একটুও। প্রবেশ দক্ষিণা বাবদ যে টাকা আয় হোত, গ্রন্থপ্রেমীদের স্বার্থে ব্যবহার করা যেত। কলকাতা বইমেলার মাঠ বদল হয়েছে কয়েকবার। কলকাতার প্রাণবন্ত অঞ্চল ছেড়ে মেলা হয়েছে সল্টলেক স্টেডিয়ামের লাগোয়া অঞ্চলে। তখনও গ্রন্থপ্রেমীরা হাজির হয়েছেন। ধাপার

মাঠের কাছে যাওয়া-আসার অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও মিলন মেলার মাঠে গ্রন্থপ্রেমীরা দলে দলে ছুটে যাচ্ছেন। এতো সহজ ব্যাপার নয়। মনকে যেন নাড়িয়ে দিয়ে বলে— 'চলো বইমেলা।'

৩৭ বছর আগে বইমেলা আয়োজনের সময় যথেষ্ট সংশয় ছিল আয়োজকদের মনে। সাড়া মিলবে তো? তাঁরা সাড়া পেয়েছেন আশাতীত। এবং তা পাওয়া গেছে ধারাবাহিক ভাবে। শুরুর সময় মেলার বাজেট ছিল কম। গাড়িভাড়া কম, বইয়ের দাম কম, স্টলভাড়া কম। কিন্তু বুকভরা ছিল ভালোবাসা বইয়ের জন্যে। মেলার প্রথম দিকে শেষের তিনদিন বইবাজার বসত। হইচই কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে কম দামে বই বিক্রি হোত। অবশ্য একটু ছেঁড়াফাটা বই। কত নামী মানুষকে দেখা যেত ক্রেতার ভূমিকায়। বিক্রেতারাও চিনতেন অনেককেই। সৌজন্যের ঘাটতি ছিল না। একটা বই একটাকায় বিক্রি হচ্ছে। এক নামী প্রাবন্ধিক কয়েকটা বই বাছলেন। পনেরোটা বই। ঘণ্টা বাজিয়ে দোকানদার বললেন, 'একটা বই এক টাকা। কিন্তু অদ্ভুত আমাদের গণিতের হিসেব। পনেরোটা বইও দশটাকা।' কত মজা ছিল। বইমেলার মাঠেও কত মজা। দল বেঁধে কোথাও গান হচ্ছে, কোথাও কবিতা পড়া হচ্ছে। কেউ মাথায় স্লোগান লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবা মা ছেলেরা হইচই করে বিক্রি করছে। বাবাকে মেয়ে বলছে, 'বাবা টাকা দাও। আরেকটা বই কিনবো।' দূর থেকে আসা ছোট্টমেয়ে মেলার মাঠ থেকে বই কিনেছে। বাবা মায়ের সঙ্গে মাঠের এক জায়গায় বসে খাবার খেয়েছে। মেলার মাঠে যারা একদিন এসেছিল বাবামায়ের হাত ধরে, স্টলে স্টলে ঘুরে বেড়িয়েছিল, নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকেছিল প্রাণভরে, তারা মেলার মাঠে এসেছে নিজেদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে। গ্রন্থপ্রেমের এই পরম্পরা যেন ছড়িয়ে পড়েছে মনের গভীরে।

ষোল বছর আগে ১৯৯৭-এর ৩ ফেব্রুয়ারি বইমেলার মাঠে আগুন লেগেছিল। চোখের সামনে অজস্র গ্রন্থ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার মধ্যে অনেক দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থ ছিল। কাঁদতে দেখা গেছে সাধারণ মানুষকে। এই প্রেম তো নিঃস্বার্থ। নতুনভাবে মেলা আয়োজন হয়েছিল। গ্রন্থপ্রেমীরা দলে দলে ছুটে আসেন। এবং স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'আমরা কলকাতা বইমেলার সঙ্গে আছি এবং থাকবো।'

বইমেলার আগে বইপাড়ায় একটা পোস্টার দেখলাম। তাতে লেখা : 'সকলের জন্যে বই। একথা সবসময় বলেন গ্রন্থজগতের অনেকেই। তাঁরা লেখক প্রকাশক বইবিক্রেতা গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থপ্রেমী। বই নিয়ে হইচই মাতামাতি চলুক— এটা চাই আমরা। বই প্রেম একবার জাগলে তা দিনে দিনে বাড়তে থাকে।'

কলকাতা বইমেলার মাঠে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে অন্যরকম আনন্দ মেলে প্রতি বছর। এবছরও মনে হলো, কলকাতা বইমেলার মূল ডাক— এসো বই উৎসবে।

কিন্তু এখনও বই সকলের নাগালে পৌঁছোতে পারল কি?

SANHIT POLYMER
SANHIT POLYMER (P) LTD.

Sriniketan Road, Bolpur, Birbhum, West Bengal - 731204
Phone : +91+3463-255-560 / 257-769
E-mail : sanhitpolymer@yahoo.co.in
Fax : +91-3463-254215

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 9233308762

APPLICATION

Industry & Packaging

- Jumbo Bag Liner
- Bulk Wraping Film
- Temporry Shed (by Film)
- Pallet Cover
- Shrink Wrapping Film for Bulk Goods

Civil & Construction:

- Construction Film for concrete
- Separation membrane for Road Construction
- Liner for Hazards West Pond
- Liner for Water Reservoir

"এ সনাতন ধর্মের দেশ। এ দেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চই আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

S. Goenka

A Well Wisher

With Best Compliments From :

A. P. Fashion Ltd.

বিবেকানন্দ যুব শিবির

গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৩ কল্যাণী ও কাঁচড়াপাড়া রেল স্টেশন এক অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত যুব শিবির ওইদিন শেষ হয়েছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। স্টেশন দুটি শিবির ফেরত যুবকদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। তারা সব টিকিট কাটার জন্য বিরাট লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের দীর্ঘ সারি টিকিট কাটার জানলা ছাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত এসে পড়েছে। এত যাত্রীর টিকিট কাটতে গিয়ে রেলকর্মীরা হিমসিম খাচ্ছেন। কারণ ছোট স্টেশনের এত টিকিট দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অগত্যা তাদের বলা হলো অন্য স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটতে অথবা বিনা টিকিটেই ট্রেনে উঠে পড়তে। এই কথা শুনেই ওই যুবকরা তীব্র প্রতিবাদ ও বাদানুবাদ শুরু করল। তাদের চিৎকার শুনে কর্তব্যরত পুলিশরা ভাবল হয়তো ঝামেলা লেগেছে। তাই তারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ছুটে এল। কিন্তু যখন রেলকর্মচারী ও পুলিশরা জানতে পারল যে ওরা বিনা টিকিটে অপরাধীর মতো রেলভ্রমণ করবে না, ওরা টিকিট কেটেই ট্রেনে চাপবে তখন তারা হতবাক হয়ে রইল। উপরন্তু ঐ যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে জানতে চাইল তাঁরা ভারত সরকারের কর্মচারী হয়ে বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপার মতো এমন নিয়ম-বহির্ভূত পরামর্শ দেন কি করে! এতে তো ভারত সরকারেরই ক্ষতি হবে! ভারতের নাগরিক হয়ে এই কি কর্তব্য? কেন দেশবিরোধী কাজ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে? দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবকরা ঠিক করল যতই রাত্রি হোক টিকিট কেটেই তারা গাড়িতে চড়বে। তাদের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব দেখে দূরের কোনও এক স্টেশন থেকে টিকিট কাটার আরও সরঞ্জাম আনা হলো। ওইদিন ওই সময় যত টিকিট বিক্রি হলো, জানা গেল সারা মাসেও হয়ত তা হয় না।

রেলকর্মচারীরা হতবাক হয়ে রইল। কারণ এরকম দেখতে তো তারা অভ্যস্ত নয়।

এতদিন তারা দেখে এসেছে পার্টিগুলোর মিটিং- মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য হাজার হাজার লোক বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপে। এটাকে তারা অপরাধ বলেই মনে করে না। বরং তারা ভাবে এটাই তাদের অধিকার। এমত অবস্থায় এরাও এই দেশেরই নাগরিক হয়ে এরা তো রেলকে ফাঁকি দিতে চায় না! নিজেদের পয়সায় টিকিট কেটে যেতে চায়। তাহলে এরা কারা? কীভাবে তারা এত দায়িত্ববোধ, দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ শিখল? অবশেষে তারা জানল এরা আর এস এসের ছেলে! এরা হলো স্বয়ংসেবক। এরা দেশভক্ত। তাই এরা এমন।

আর এই দেশ এতই হতভাগ্য যে এই দেশে এমন দেশভক্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এই দেশের সরকার তিন তিনবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সংবাদমাধ্যমগুলি ও রাজনৈতিক দলগুলি অকারণে এই সংগঠনের বিরোধিতা করা থেকে শুরু করে নানা ভিত্তিহীন অপপ্রচার ও ক্ষতি করার চেষ্টা করে। অন্য কোনও দেশ হলে হয়তো এমন সংগঠনকে মাথায় করে রাখত।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা এই সংগঠনের বৃদ্ধির জন্য কোনও কাজ না করে খালি সমালোচনা করেন আর বলেন এতদিন সংঘ চালিয়ে কি লাভ হলো! তাঁদের বলি, আসুন দেখুন আর এস এস কেমন রত্ন বানিয়েছে। এদের দেখে 'নেতা' নামক জীবেরাও লজ্জা পাবে।

—প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, কলকাতা-৯৪।

প্রকৃতি পূজা

প্রাচীন পৃথিবীর এবং প্রাচীন ভারতের আদি ধর্ম প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ প্রকৃতির নানা রূপের পূজারী ছিল— নদী, সূর্য, গাছ, পাথর, ঋতু, প্রাণী প্রভৃতিকে পূজা করত। তাই ভারতে এই ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, এখন হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। ইউরোপে এই ধর্মের নাম ছিল প্যাগানিজম, পারস্যে অগ্নিপূজার ধর্ম। প্রাকৃতিক শক্তির নানা রূপের মূর্তি তৈরি করেও মানুষ দেশে দেশে পূজা করত। পবিত্র প্রাণী ভারতে যেমন গোরু, হাঙ্গেরিতে ছিল হরিণ। ভারতে সাত হাজার বছর প্রাচীন হাতে তৈরি মাটির মূর্তি আবিষ্কার হয়েছে মেহেরগড় সভ্যতা থেকে। দেবীমূর্তি ও সীলে অঙ্কিত পশুপতির ছবি পাওয়া গেছে মেহেরগড় ও হরপ্পা সভ্যতা থেকে। রোমে মূর্তিপূজার মন্দির ছিল। প্রকৃতি পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল— (১) গভীর সম্পর্ক প্রকৃতির সঙ্গে এবং (২) নারী-পুরুষের এবং সকলের পূজায় অংশগ্রহণ।

খৃস্টান মিশনারীরা ও মুসলিম মৌলবীরা ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রকৃতির ধর্ম বিনাশ করে ধর্মান্তরকরণের দ্বারা। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্ট ধর্মকে বিনাশ করতে ব্যর্থ যে হয়েছে তার প্রমাণ হলো নিও প্যাগনিজমের পুনরায় আবির্ভাব।

ব্রিটানিকা রেডি রেফারেন্স এন্ সাইক্লোপিডিয়া (পৃষ্ঠা ৮৬) থেকে জানা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, বৃটেন ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলির মানুষ নব্য প্রকৃতি পূজার ধর্মে (Neo Paganism) ব্যাপকভাবে ফিরে আসছেন। প্রাচীনকালে ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে যে বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল তার পুনরুত্থানের আন্দোলন চলছে। প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং মা বসুন্ধরার পূজা নব্য প্রকৃতি পূজারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নব্য প্যাগান ধর্ম ইউরোপের মাতৃজাতিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে এবং চার্চ অফ্ অল ওয়ার্ল্ডস্, ফারাফারিয়া, প্যাগান ওয়ে, দ্য ভাই কিং ব্রাদারহুড ইত্যাদি সংগঠনগুলি প্রকৃতির ধর্ম পুনরুত্থান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতির ধর্মকে ধ্বংস করা অসম্ভব।

—ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম পার্ক, কলকাতা-৫৫।

With Best Compliments
from :

R. C. Bhandari

36, Basemant,
8, Camac street
Kolkata–700017

With Best Compliments
From :

Parag Finance
(P) Ltd.

36, Basement
8, Camac Street
Kolkata–700017

Telegram :LIBRAJUT
e-mail :
cil@ho.champdany.co.in
Web : www.jute-world.com

Phone : 2237-7880 to 85
2225-1050/7924/8150
Fax : 91 (33) 2225-0221
91 (33) 2236-3754

Libra Exporters Ltd.

Manufacturers, Exporters, Importers & Commission Agents

Works :- P.O. Choudwar,
Dist. Cuttack, Odisha - 754-025
Ph (0671) 2394304, 2394356,
2394267

REGD. Off.
33, C. R. Avenue
8th Floor
Kolkata - 700 012

ADMN. Off.
G.P.O Box 2539,
25, Princep Street,
Kolkata - 700 072

TODI INVESTORS

Automobile Financers
&
Estate Developers

225-D, A. J. C. Bose Road
Kolkata - 700 020

Phone : **23025160-5**
Fax : (033) 2287-6329

e-mail : opagarwala@gmail.com

Rang Rez Sarees

Wholesalers of Fancy Printed & Embroidered Sarees

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Entrance also from 77/1/A, Park Street)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147,
2265-0772 (Shop),

for Designer Super Net Sarees

With Best Compliments From :

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204

Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 9232695860

মা লক্ষ্মীর ও অন্যান্য মন্দির

ঘোষগ্রামের মা লক্ষ্মী

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

বীরভূম জেলার মহকুমা শহর রামপুরহাট থেকে মহাপীঠ তারাপীঠ হয়ে বাণিজ্যশহর সাঁইথিয়া অভিমুখে যে বাসরাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তায় বাঁ দিকে পড়ে মহাভারত খ্যাত একচক্রী ওরফে একচাকা, প্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান তথা 'গর্ভবাস' কিংবা 'নিতাইবাড়ি' আর ডান দিকে নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্র বা বীরচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত বীরচন্দ্রপুর গ্রাম। তা, এই বীরচন্দ্রপুর গ্রামের বাসস্ট্যান্ড থেকে পূর্বমুখে চলে গেছে আর একটি পিচঢালা রাস্তা, এই রাস্তা ধরে চার কিলোমিটার গেলে পড়ে ঘোষগ্রাম, সেখানে বীরভূম তথা সমগ্র রাঢ়বঙ্গের মধ্যে একমাত্র ধন-সম্পদের দেবী মা লক্ষ্মীর মন্দির।

বিশ্বাস আর অলৌকিক ঘটনা ঘিরে এই মা লক্ষ্মী। এই গ্রামও খুব প্রাচীন। গৌড়রাজ আদিশূরের আমলেও এই গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। এই কাহিনীও সেই সময়ের। গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি নালা, আঞ্চলিক উচ্চারণে 'কাঁদর' নামেই কথিত। এই কাঁদরের কাছে এক খণ্ড জমিতে কৃষিজীবী দয়াল ঘোষ বলদ গোরুর সাহায্যে তাঁর জমি চষছিলেন। সেদিন দয়ালের সঙ্গে ছিল তাঁর নাবালক পুত্র সন্তান। হঠাৎ দয়ালের খেয়াল হয়, ধারে কাছে তাঁর ছেলে নেই। এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেই তাঁর নজরে পড়ল— তাঁর ছেলে ভরন্ত, প্রবাহিত কাঁদরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, যে-কোনও মুহূর্তে ছেলে হারিয়ে যেতে পারে কাঁদরের জলে।

ঘোষগ্রামের মা লক্ষ্মী

পরম্পরা

হন্তদন্ত হয়ে দয়াল এগিয়ে গিয়ে ছেলের পাশে দাঁড়াতে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, একটি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম ভেসে চলেছে, কিন্তু ফুলটিকে বৃন্তচ্যুত বলে মনে হয় না, স-বৃন্ত ফুলটি জলতল থেকে কিছুটা ঊর্ধ্বে থেকে ভেসে যাচ্ছে— যেন কারও হস্তধৃত। ঘোষের-পো ফুলটি নেবার জন্য বায়না ধরে, দয়ালও নেমে পড়েন কাঁদরের জলে। দয়াল এগোন, পদ্মও এগিয়ে চলে, তার নাগাল পাওয়া যায় না, এক সময় শ্বেতপদ্ম পুষ্পটি চলে যায় দয়াল ঘোষের দৃষ্টিসীমার বাইরে। যুগপৎ বিস্মিত ও ব্যথিত দয়াল উঠে আসেন। এ কেমন ধারা ফুল! তিনি তো ভেবে কূল পান না। তাঁর মন জুড়ে ফুটে ওঠে সেই পুষ্পের শোভা। সেই রাতে দয়াল স্বপ্নে ফুলটিকে দেখেন। প্রথমে ফুল, তারপর ফুলের উপর প্রকাশিত হন পরমাসুন্দরী, দিব্যজ্যোতিতে পূর্ণ এক নারী। শতদলবাসিনী সেই নারী জানান, তিনি লক্ষ্মী। দয়ালের মাধ্যমে তিনি প্রকাশিত হতে চান। দয়ালের জমি লাগোয়া এক নিমগাছের তলে কিছুদিন থেকে কামদেব ব্রহ্মচারী নামে যে সন্ন্যাসী আশ্রয় নিয়েছেন, এই কাজে দয়ালকে তিনি সাহায্য করবেন।

অনুরূপ স্বপ্ন কামদেব ব্রহ্মচারীও দেখেন। তারপর দয়াল ঘোষ আর কামদেব ব্রহ্মচারী নিমকাঠ থেকে গড়ে তুললেন মাতৃপ্রতিমা। দয়ালের স্বপ্নে দেখা মাতৃমূর্তি রূপ পেল কামদেব ব্রহ্মচারীর দক্ষ কারুকৃতিত্বে। পদ্মফুলের উপর মা প্রকাশিত হলেন ভুবনমোহিনীরূপে।

এই হলো ঘোষগ্রামে মা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত তথা প্রচলিত লোকশ্রুতি। তবে, বর্তমানে যে দেবী বিগ্রহ পূজিত হচ্ছেন তা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৫ চৈত্র মায়ের নবকলেবর হয়। অবশ্য, আদি আদল অক্ষুণ্ণ রেখেই। সেবায়েতরা সেই কথাই

বলেন। একটি বেদীর উপর প্রায় সাড়ে চার ফুট উচ্চতাযুক্ত মাতৃমূর্তি অবয়ব পেয়েছে নিমকাঠ আর গঙ্গামৃত্তিকার শিল্পিত প্রলেপে। মায়ের বাম হাত প্রসারিত। দেবী ''গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ, সর্বালঙ্কার ভূষিতাম্''— গৌরবর্ণা, সুরূপা এবং সর্বালঙ্কার ভূষিত।

দেবীর বর্তমান মন্দির সম্পর্কে জানা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির রাজা স্বনামধন্য কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবুর অর্থানুকূল্যে এ মন্দির নির্মিত হয়। প্রচলিত ধারণা অনুসারে, ১৮০৫ থেকে ১৮১০ খৃস্টাব্দের মধ্যে মন্দির গড়ে ওঠে। দেবীর নবকলেবরের সময় জীর্ণ হয়ে আসা মূল মন্দিরেরও সংস্কার সাধিত হয়। দালানবাড়ি শ্রেণির ২১ ফুট উচ্চতার মন্দির। মূল মন্দিরকে ঘিরে ছোট বড়ো আরও কয়েকটি মন্দির। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ ছাড়া বেশ কিছু প্রাচীনকালের ভগ্ন, অভগ্ন প্রস্তরমূর্তি আছে যাদের পুরাতাত্ত্বিক মূল্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কান্দির রাজপরিবারের 'কারিকা'য় উল্লেখ আছে :

ঘোষগ্রামে লক্ষ্মীদেবী বিরাজয়
বহু দেবোত্তর ভূমি আছে উঁহায়।।
পায়সান্ন ভোগ হয় বারো মাস।

বস্তুত দেবোত্তর সম্পত্তি বলতে আজ আর বিশেষ কিছু নেই। থাকার মধ্যে একটি পুকুর; মন্দির সংলগ্ন পুকুরটি 'দেবীকুণ্ড' নামে পরিচিত। ভক্তদের দান আর এই পুকুরের মাছ থেকেই দেবীর পূজার্চনা, নিত্য পায়সান্ন ভোগের খরচার সংস্থান হয়— এই কথা জানান মন্দিরের অন্যতম সেবায়েত কাজল রায় (৪৫)।

মা লক্ষ্মীকে ঘিরে সারা বছর নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমা, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা, কোজাগরী পূর্ণিমায় বিশেষ পূজা হয়। পৌষ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার মা লক্ষ্মীকে ঘিরে মেলা বসে। ঘোষগ্রাম বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ উভয় জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়ায় উভয় জেলার নরনারী বিশেষ করে মেয়েরা ভিড় জমান। বৎসরান্তে একবার মায়ের কাছে না এলে বছর যে যায় বৃথা। তাই সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য মা লক্ষ্মীর আশিস নিতে পৌষমাসের যে-কোন একটি বৃহস্পতিবারে আসা চাই-ই। মেলার তেমন বিশেষত্ব নেই, সাধারণ গ্রাম্য মেলার মতোই। নিত্যপ্রয়োজনীয়, মনোহারী দ্রব্য, মিষ্টির দোকান মেলা চত্বরে বসে। স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি মায়ের বাহন কাঠের পেঁচার পসরাও বসে। পূজার সঙ্গে সঙ্গে কেনাকাটাও চলে।

পঁচিশ বৎসর আগে মেলার কাছে রাস্তার ধারে দেখেছিলাম যানবাহন বলতে কেবল গোরুর গাড়ি। তাছাড়া পায়ে হেঁটেও মানুষ আসছেন। এখন সেখানে সম্প্রতি দেখলাম টাটাসুমো, মারুতিকার, প্রাইভেটকার, মোটরবাইক। তাছাড়া, তারাপীঠ থেকে টুরিস্টরাও আসছেন প্রাইভেটকারে। মা লক্ষ্মীর পূজা আর একটি গ্রাম্য মেলা দর্শনের অভিজ্ঞতা অর্জন— দুই-ই হয়। বীরভূম জেলা ছাড়া, নদীয়া জেলার চাকদহের কাছে হিংনাড়ায় লক্ষ্মীর মেলা বসে। কিন্তু সে মেলা হয় কোজাগরী পূর্ণিমায়। আর যে মেলা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের, বয়সে অনেক নবীন। সেদিক থেকে উৎস, ঐতিহ্য, পরম্পরার বিচারে ঘোষগ্রামের মা লক্ষ্মী এই বঙ্গদেশে এক ও অদ্বিতীয়।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমনসূচী-২০১৩

ভ্রমণ	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য		
			প্রাপ্তবয়স্ক	বালক/বালিকা ৫-১১ বৎসর	শিশু ২-৪ বৎসর
উত্তর ভারত (দেরাদুন-মুসৌরী-হরিদ্বার-দিল্লি-মথুরা-বৃন্দাবন-আগ্রা)	১২	১৫ই মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
কাশ্মীর (অমৃতসর ও বৈষ্ণোদেবী সহ)	১২	২৮শে মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
গ্যাংটক-নামচি-পেলিং	৮	১৭ই এপ্রিল,২০১৩ ২২শে মে,২০১৩	৭,০০০/-	৫,৫০০/-	২,০০০/-
দার্জিলিং-গ্যাংটক	৮	২৩শে মে,২০১৩	৬,৮০০/-	৫,১০০/-	১,৭০০/-
সিমলা-কুলু-মানালী	১১	৯ই মে,২০১৩	৯,৫০০/-	৭,৩০০/-	২,৪০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর চার মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেন/লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং।

প্যাকেজে থাকছে না :- এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

হোতু-কোতু উপাখ্যান

ছোটোদের নিয়ে বইমেলায়

প্রতিবছর একদল ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে কলকাতা বইমেলায় যায় হোতু। বড়োদের মধ্যে কয়েকজন থাকে। ছোটোদের নিয়ে কাজ করার সময় যথেষ্ট সতর্ক থাকা দরকার। কারণ প্রত্যেকের মেজাজমরজি আলাদা। একসঙ্গে কোথাও গেলে ছোটোরা দিব্যি মানিয়ে নেয়। কেউ কেউ একটু অন্যরকম থাকে। খানিকটা দুরন্ত, ছটফটে। ছোটোরা ওইরকম হলেই ভালো লাগে। তারা হুটোপাটি করবে, নানারকম মজার কাণ্ড করবে, কথা বলবে— এটাই তো স্বাভাবিক ছবি। সকলের কাছে সহজে পৌঁছে যেতে পারে। বড়োরা অনেকেই বলেন, 'মেলারমাঠে বই তো দেখিই, ছোটোদেরও দেখি।' মজার ছবি তাদের নিয়ে।

হোতু যাদের নিয়ে বইমেলার মাঠে হাজির হয় তারা গরিব ছেলেমেয়ে। অনেকরকম অসুবিধের মধ্যে তারা বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের শৈশব কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলে একদিকে। হোতুর মতো কিছু মানুষ তাদের শৈশবের দিনগুলো খুশি আর আনন্দে ভরিয়ে দিতে চায়। তাদের স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। খাবারও দেওয়া হচ্ছে যত্ন করে। বইপত্র পাচ্ছে। পড়াশোনা যাতে ভালো লাগে সেজন্যে চেষ্টা চলে। বই নিয়ে কত বড় মেলা হয়, কতলোক দেখতে আসে— এটা ছোটোদের জানা দরকার। বই নিয়ে উৎসব। উৎসবের ডাক সকলের কাছে পৌঁছে যায়। হোতু বারবার চেয়েছে, ছোটোরা মজা পাক বইয়ের মধ্যে।

শুধু মেলা দেখা নয়, হোতু প্রত্যেকের জন্যে পঞ্চাশ টাকার বই কেনার ব্যবস্থা করেছে। ছোটোরা বই পছন্দ করবে ঘুরে ঘুরে। তারপর সঙ্গে যিনি থাকবেন তিনি টাকা দেবেন। হোতুর সঙ্গে জানাশোনা রয়েছে অনেক প্রকাশকের। সকলেই বাড়তি ছাড় দিতে রাজি। কেউ কেউ ছোটোদের বই উপহার দিতে চাইলেন। বই অনেক হলো। একে অন্যের কাছে বই নিয়ে পড়তে পারবে। রঙিন বইয়ের মধ্যে মজা পেয়েছে তারা। বইগুলো আঁকড়ে ধরেছে।

ছেলেমেয়েদের মেলার মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনটে গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। গাড়ি যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁর খুশি মনে দিয়েছিলেন। তিনজন চালককে তাঁরা বলে দিয়েছিলেন টাকা না নেওয়ার জন্যে। কোতু চিকলি শিটু প্রত্যেকের জন্যে খাবারের প্যাকেট নিয়েছিল। জল ছিল। বাড়তি কিছু খাবারও ছিল। যদি কারও বেশি খিদে পায় অসুবিধে হবে না। দুপুরে প্রত্যেকে বাড়িতে খেয়েছে। বেলা এগারোটায় সকলে জড়ো হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাড়ির কেউ-না-কেউ দিয়ে যাবে। ফেরা হবে আটটার মধ্যে। সাড়ে সাতটার সময় বাড়ির লোকদের আসতে বলা হলো। কারও কারও বাড়ি থেকে দেওয়া হয় জল আর একটু খাবার। মেলা দেখার জন্যে কারও কারও বাবা-মা কয়েকটাকা দিয়েছিল। হোতুর সঙ্গে বই পাড়ার অনেকের জানাশোনা আছে। ছোটোদের বইয়ের প্রকাশকদের সহযোগিতা চেয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ছোটোরা যাতে বই দেখে মজা পায় সেজন্যে বলে রেখেছিল।

মেলার মাঠে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে আনন্দ পায় হোতু। অর্জুন সরাসরি মাঠে এসেছে। মেলার মাঠে ঘোরার স্বাধীনতা কিছুটা পেয়েছিল ছোটোরা। হোতু মাঠে বেশি ঘোরেনি। একটু ঘুরে একজায়গায় ছিল। ছেলেমেয়েরা ঘুরে ফিরে আসছিল। হোতু জমা রাখছিল বইপত্র। এরমধ্যে একসময় টিফিন খেয়েছে সবাই।

মেলার মাঠ ছেড়ে বেরোন হলো পৌনে ছ'টায়। সাড়ে সাতটায় নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরার পর ছোটোরা নামল গাড়ি থেকে। অফুরন্ত খুশি তাদের চোখে মুখে। রঙিন বই প্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরল ছোটোরা।

অর্জুনকে ডেকে বলল হোতু, 'সকলের সহযোগিতায় সব করা গেল।' অর্জুন বলল, 'ভালো কাজ এরকমই হয়।'

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

বইমেলার মাঠে রিয়ারা

'বইমেলায় খুব মজা ঘুরে বেড়াতে'— এটা রিয়া সবসময় বলে। খুব ছোটো যখন ছিল বাবা মা দাদা পিসি পিসেমশাইয়ের সঙ্গে যেত। কত লোক আর কত বই। বইয়ের টানে দূর দূর থেকে আসতো দলে দলে লোকজন। ছোটোরা কম নয়। হুটোপাটি করে ঘুরছে। বই দেখছে। পড়ছে। কেউ বারণ করছে না। কোনও দোকানে গিয়ে জিগ্যেস করছে, 'কাকু ওই বইটা তোমাদের দোকানে আছে?' ছোট্ট ছেলেমেয়ের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া নয়। উত্তর দিচ্ছেন দোকানে থাকা মানুষটি, 'ওই বইটা আমাদের দোকানে নেই। অমুক দোকানে পেতে পারো। মাঠের ওইদিকে দোকানটা।' হয়তো মাঠের ম্যাপ দেখে বলেও দিলেন স্টল নম্বর। ছোটোরা মাঠের বড়ো আকর্ষণ। নানা রঙের পোশাক, কত খুশি তাদের চলার ভিতরে। মেতে উঠেছে বইয়ের মেলায়। ছোটোদের দেখে সবাই খুশি। বড়োরা ছবি তুলছে। ছোটোদের বাদ দিয়ে কি কোনও ছবি হয়! রিয়ার ছবিও কতজন তুলেছে। বই কেনার সময় দাদাই-এর বইও কেনে। ঠাকুমাকে একবারও মেলায় আনতে পারেনি বাবা। ধুলো বলে ভয় পেত। ঠাকুমার জন্যে বই কিনে নিয়ে যেত। ঠাকুমা রিয়ার আর ওর দাদার কেনা বইগুলো দেখত, মন দিয়ে পড়ে নিত। ঠাকুমা প্রতিবছর মেলায় বই কেনার জন্যে টাকাও দিত। মেলার সময় রিয়ার খুব মনে পড়ে ঠাকুমাকে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ভারতের প্রথম প্রাণী-উদ্যান কোথায়?

২. ভারতের জাতীয় বৃক্ষ কি?

৩. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন কোন্ বছর থেকে প্রয়োগ হচ্ছে?

৪. কোন্ প্রাণী সহজে গাছে চড়তে পারে?

৫. বন্যপ্রাণী সপ্তাহ বছরের কোন্ সময়ে পালন হয়?

উত্তর : ১. আলিপুর। ২. বটগাছ। ৩. ১৯৭২। ৪. চিতা। ৫. অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

বাপ-কা-বেটা

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ
বিজয়ী বিশ্ববীর,
'বিদেশী সিংহ' পারেনি নোয়াতে
তোমারই উচ্চশির।

জীবনে তোমার ছিল না কিছুই
দেশের চিন্তা ছাড়া,
সুজলা সুফলা মায়ের দুঃখে
হয়েছো আত্মহারা।

মানব মনের মন্দিরে তাই
রইবে অমর ও-নাম,
আয় বোন-ভাই তাঁকেও সবাই
জানাই প্রাণের প্রণাম।

জননায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে 'বাপ-কা-বেটা'
বাঘের বাচ্চা বাঘ,
দেশের দশের সেবায় সবার
কাটলে মনে দাগ।

শ্যামাপ্রসাদ আশুতোষের
সুযোগ্য সন্তান,
ভারতবাসী ভুলবে না তাই
তোমার অসীম দান।

মনের মিতা পুত্র-পিতা
মূর্ত আশীর্বাদ,
স্যার আশুতোষ, শ্যামাপ্রসাদ
সূর্য এবং চাঁদ।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে ট্রেন ও বাসে কুম্ভ মেলায় যাবার জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন

মোবাইল—৯৮৮৩৯৭৪১৬৭

রামকৃষ্ণ আশ্রমের শিবিরে থেকে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ মেলায় স্নান

* ১২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার মাঘী সংক্রান্তি
* ১৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার শ্রীপঞ্চমী দিবা ৯। ৫
* ২৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার মাঘী পূর্ণিমা রা ১। ৫৬
* ১০ মার্চ শিবরাত্রী রবিবার রা ২। ৩০

খরচ ১০০০/২০০০ টাকা

আশ্রম পঞ্জিকা এক লক্ষ কপি ছাপার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সর্বত্র প্রতিনিধি চাই ৩০ শতাংশ কমিশনে বিক্রয় ও ২০ শতাংশ বিজ্ঞাপনের জন্য।

রামকৃষ্ণ আশ্রম

৬৭ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা-১৩

ফোন-২২৬৫-৬৭০৪/৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

সুস্থ ও রোগমুক্ত জীবনের নতুন ঠিকানা—হোমিওপ্যাথি

"ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস" এবং

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল"

আমি নার্ভের সমস্যা থেকে সুস্থ

আমি শ্রী প্রফুল্ল মণ্ডল, বয়স-৩৮, হাবড়া (বাগনা), ২৪ পরগণা (উঃ)। বিগত ৩ বৎসর যাবৎ নার্ভের সমস্যায় আমার ডান হাতটাই প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সারাক্ষণই অসহ্য যন্ত্রণা হতো। কোন কাজতো দূরের কথা, হাত দিয়ে খেতে পর্যন্ত পারতাম না। বহু ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু কোনও রকম উপকার পাইনি, ধীরে ধীরে দেহের অন্য অংশেও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে ডাঃ তরুণ মণ্ডলের মাত্র ৫ মাসের চিকিৎসায় আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আজ আমার এবং আমার পরিবারের সকলেরই ডাক্তারবাবুর উপর বিশ্বাস অগাধ এবং আমাদের যে কোন সমস্যায় ডাঃ তরুণ মণ্ডলই চিকিৎসা করে থাকেন।

—শ্রী প্রফুল্ল মণ্ডল

যোগাযোগ : হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার : চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল ও বৃহস্পতি—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

ভারতের অর্থনৈতিক বাজারের উপর বিদেশী হস্তক্ষেপ

অতিথি কলম

জয় দুবাসী

যখন বৃষ্টি হয় তখন মুষলধারেই হয়। ১৯৬০-এর দশক ধরে শুধু বৃষ্টিই হয়েছিল। মনে হয়েছিল আকাশ ফেটে গেছে আর কোনও কিছুই বৃষ্টি থামাতে পারবে না। এটা অবাক কাণ্ড যে এই বিপর্যয়ের পর আমরা বেঁচে আছি এবং কম বেশী এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু পরে কী হবে? দেখুন সেই বিপর্যয়ের দশকে কী হয়েছিল।

ডিসেম্বর ১৯৬১— পর্তুগিজেরা ভারত ছেড়ে গেল। তারা ৪৫০ বছর ধরে গোয়া জঙ্গল করে রেখেছিল।

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৬২— চীনা সৈন্য ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে ভারতে ঢুকল এবং আমাদের সৈন্যদের একটা ধাক্কা দিয়ে চলে গেল।

মে ১৯৬৪— জওহরলাল নেহরু ভগ্ন হৃদয়ে মারা গেলেন এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হলেন।

১৯৬৪— কম্যুনিস্ট পার্টি দুভাগ হলো। এটা ট্র্যাজেডি নয় তবে অবশ্যই তাৎপর্যবাহী।

এপ্রিল ১৯৬৫— পাকিস্তানী সৈন্য ভারতের পশ্চিমখণ্ডে আক্রমণ চালিয়ে পিছু হটল লেজে গোবরে হয়ে।

জানুয়ারি ১৯৬৬— লালবাহাদুর শাস্ত্রী সোভিয়েট রাশিয়ার তাশখন্ডে মারা গেলেন। এটি হত্যা না স্বাভাবিক মৃত্যু সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েই গেল।

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিলেন। ইনি হলেন নেহরু পরিবারের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এই দায়িত্ব নিলেন। এটি কি ভাল না খারাপ লক্ষণ?

১৯৬৯— ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ৮৪ বছর পরে ভাগ হলো। ইন্দিরা গান্ধী এই ভাগের পিছনে।

বিদেশী শক্তির সঙ্গে তিনটি যুদ্ধ, তিনটি প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেসের ভাগ হওয়া— সবই মাত্র আট বছরের মধ্যে--- এটি যদি অস্বাভাবিক না হয় তাহলে জানি না একে কী বলব। এর সঙ্গে যোগ করুন ইন্দিরা গান্ধীর পার্টি দখল করার আগে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের খারাপ ফল করা এবং কয়েকটি রাজ্যের রাজ্যের নির্বাচনে কংগ্রেসের হেরে যাওয়ার ঘটনা।

যাটের দশক অব্দি তবু দেশ এক রকম চলছিল। জেমস বন্ডের ভাষায় ধাক্কা খেয়েছিল কিন্তু মচকায় নি। নতুন দশকের শুরুতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আবার ভারত আক্রমণ করল। এর পর পাকিস্তান দু ভাগে ভাগ হলো--- কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান দেশের মত সে ভারতের উদ্দেশে গর্জন করে চলেছে ঠিক এক দাঁত ভাঙা কুকুরের মত যার গর্জন কামড়ের চেয়েও খারাপ।

উপরে বর্ণিত যে কোনও একটি ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত এবং সত্যি কথা বলতে কী নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলেই যেতে বসেছিল। পর্তুগিজদের ভারত থেকে বিতাড়নের কথা ধরা যাক। সাদা চামড়ার লোকদের ওদের প্রতি দুর্বলতা ছিল এবং তারা সব সময় নেহরুকে পরামর্শ দিচ্ছিল বিষয়টি বেশি দূরে না নিয়ে যেতে। তার মানে ঘুমন্ত কুকুর ঘুমিয়েই থাকুক, পর্তুজিজেরা গোয়ায় নিশ্চিন্তে মাছের ঝোল ভাত খাক নিশ্চিন্তে। কিন্তু যখন ভারতীয় সেনা সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের বুকে অবস্থিত ছোটো দেশটার মধ্যে ঢুকে পড়ার উপক্রম করল তখন ওদের মধ্যে কারোর কারোর মাথা গরম হয়ে গেল এবং লিসবন থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত বিপদ ঘণ্টা বেজে উঠল।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির বন্ধু জন কেনেথ গলব্রেথ রাষ্ট্রপতির তলবে ওয়াশিংটনে আসছিলেন।

একটা দেশ দখল করতে এখন আর পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রপতি ভবন দখলের প্রয়োজন হয় না, সেই দেশের বাজার দখল করাই যথেষ্ট। সেই জন্যেই ওয়ালমার্ট এন্ড কোং সহ বিদেশী ব্যাংক ও বিদেশী দালালদের ভারতের অর্থনৈতিক বাজার দখল করার এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থা কব্জা করার জন্য আমাদের বাবু প্রধানমন্ত্রী ও বাবু অর্থমন্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

লন্ডনে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁকে ঘুম থেকে তুলে অবিলম্বে দিল্লিতে যেতে বলা হলো। নির্দেশ মতো তিনি নেহরুকে পর্তুগিজ শক্তিকে বিরক্ত করতে বারণ করলেন। কিন্তু নেহরু তাঁর কথা না শুনে সেনাবাহিনীকে গোয়ায় ঢুকে যাবার নির্দেশ দিলেন। দু দিনেই কেল্লা ফতে হয়ে গেল এবং সেনারা ফুর্তি করতে লাগল। গলব্রেথ সাহেবের আর কিছুই করার থাকল না।

তর্কের খাতিরে ধরুন, লিসবনের দোস্তরা মাথা গরম করে ঠিক করল যে নেহরু ও তাদের সব চেয়ে ঘৃণার পাত্র কৃষ্ণ মেননকে শিক্ষা দিতে হবে। তারা কয়েক স্কোয়াড্রন সেনা গোয়ায় এবং আরও কয়েকটা এলাকায় বিশেষত বোম্বেতে ঢুকিয়ে দিল সতর্ক বার্তা হিসেবে। তখন ভারত কী করত? মনে করুন, সোভিয়েট শক্তি বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে তাদের বিমান পাঠাল প্রতিশোধ হিসেবে। তখন কি হোত? আবারও ধরুন, কেনেডির জায়গায় যদি হোয়াইট হাউসে রিচার্ড নিক্সন থাকতেন? তিনি একদমই ভারতের বন্ধু ছিলেন না। যদি তিনি কটি বোমাবাহী বিমান দিল্লী বা বম্বেতে পাঠাতেন?

ওরা ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ভারতে ওদের সেনা মোতায়েন করে রাখত এবং পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে সেই দিকে ঝুঁকত। ১৯৭১ সালে ওরা প্রায় সেই রকমই করেছিল। ওই সময় নিক্সন সাহেব তাঁর সমর বহর পাঠান বঙ্গোপসাগরে। সত্যি কথা তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিরস্ত করেছিলেন, পরে আর খারাপ কিছু হয়নি। কিন্তু যদি নিক্সন ও কিসিংগার মাথা গরম করে ভারতকে উচিত শিক্ষা দেবার মতলব আঁটতেন এবং সেই লক্ষে রাশিয়া সহ অন্য দেশকে সঙ্গে নিতেন তাহলে কী হোত?

আমার মনে হচ্ছে এই দশকে অর্থাৎ ২০১০-২০২০-র দশকে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে— ঠিক ৬০-এর দশকের পঞ্চাশ বছর পরে। আমরা দেখেছি ৬০-এর দশকে অনেক কিছু ঘটেছিল এবং আরও অনেক কিছু ঘটতে পারত।

আমি সুনিশ্চিত যে কংগ্রেসের দিন ফুরিয়ে এসেছে এবং ২০১৪-এর সাধারণ নির্বাচনে এই দল গোহারা হারবে। পঞ্চাশ বছর আগের অবস্থার চেয়ে এখনকার অবস্থা অন্যরকম। এখন আমেরিকা বা সোভিয়েট ইউনিয়ন আগের মতো আর শক্তিশালী নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নও তেমন জোরদার নয়। সন্দেহ জাগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলতে কিছু আছে নাকি।

খুব সম্ভব ২০১৪ সালের নির্বাচনে কোনও বড় দলই জিততে পারবে না এবং দেশের দশা হবে সংকটজনক। ভারতের মানুষ একদল মস্তানদের করুণায় বেঁচে থাকবে— এই মস্তানরাই তাদের দল চালাবে। এই রকমই এখন হতে চলেছে— এরা ডিমে তা দেবার আগে ডিম গুনছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমরা ভীষণ দুঃসময়ের মধ্যে চলেছি। পুরুষ (সম্ভবত মহিলারাও) এখন ঘোলা জলে মাছ ধরতে লাগবে, দিল্লীতে তাদের প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা করবে যেমন করেছে শত শত বছর ধরে। এরকম অবস্থার মধ্যে বিদেশীরা ধীরে ধীরে ভারতে ঢুকে তাদের আধিপত্য কায়েম করেছে।

কথায় আছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। ট্রাজেডি হোক আর ফার্স হোক, এখন তাই আবার নিশ্চিতভাবে ঘটতে চলেছে। একটা দেশ দখল করতে এখন আর পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রপতি ভবন দখলের প্রয়োজন হয় না, সেই দেশের বাজার দখল করাই যথেষ্ট। সেই জন্যেই ওয়ালমার্ট এন্ড কোং সহ বিদেশী ব্যাংক ও বিদেশী দালালদের ভারতের অর্থনৈতিক বাজার দখল করার এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থা কব্জা করার জন্য আমাদের বাবু প্রধানমন্ত্রী ও বাবু অর্থমন্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মনে হবে বিষয়টি খুব সোজা। কিন্তু ভুলে যাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোং যখন ভারতে এসেছিল এবং তাদের প্রতিনিধি মোগল সম্রাটের সামনে জুতো ও লাল টুপি খুলে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন কেউ ভাবেনি যে তিনি এবং তাঁর রাজা একদিন বেচারা সম্রাটের সিংহাসন দখল করে তাঁকে পাঠাবেন নির্বাসনে।

আমি বলিনি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়?

(সৌজন্যে : অরগানাইজার, ২৫ নভেম্বর ২০১২)

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH SCIENCE & COMMERCE STREAM BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

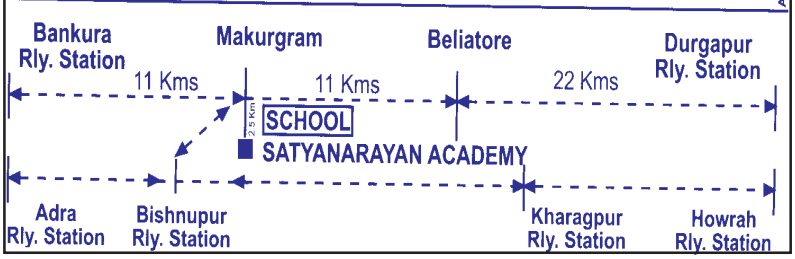

সরকারে আওয়ামি লিগ : নির্যাতিত হচ্ছে হিন্দুরা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ গত মাসে বিএনপি-জামাতের হরতালের সময় আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলিগের নেতা- কর্মীরা হিন্দু-অধ্যুষিত শাঁখারিবাজারের কাছে বিশ্বজিৎ দাসকে নির্মমভাবে কুপিয়ে ও লাঠিপেটা করে হত্যা করেছিল। বিশ্বজিৎ কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। একটা ছোট্ট দরজির দোকান চালাতেন। তাকে যখন ধারালো চাপাতি দিয়ে ছাত্র-লিগ নেতা-কর্মীরা কুপিয়ে রক্তাক্ত করছিল, তিনি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, তিনি হিন্দু। তাঁর ধারণা ছিল, যেহেতু ছাত্রলিগ আওয়ামি লিগের অঙ্গ সংগঠন, হিন্দু বললে তাঁকে হত্যা করা হবে না। কারণ হিন্দুরা আওয়ামি লিগকেই ভোট দেয়। কিন্তু ছাত্রলিগ তাঁকে রেহাই দেয়নি। শাসক দল হত্যাকারীদের বাঁচাতে গোড়া থেকেই তৎপর ছিল। হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হত্যাকারীরা ছাত্রলিগের নন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিবও সংবাদ সম্মেলন করে একই বক্তব্য রাখেন। আরও এগিয়ে বলেন, ওরা সবাই জামায়াত ও বিএনপি-র কর্মী। অথচ শাঁখারিবাজারসহ এলাকার লোকজন নির্দ্বিধায় বলেছেন, হত্যাকারীরা সবাই ছাত্রলিগের চিহ্নিত নেতা-কর্মী। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তারা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, তারা ছাত্রলিগেরই নেতা-কর্মী, হরতাল রুখতে কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কয়েকদিন আগে বিশ্বজিতের বাবা-মা এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন, হত্যাকারীদের বাঁচাতে সরকারের নির্দেশে লাশের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন দুর্বল করে তৈরি করা হয়। এলোপাতাড়ি কোপানো হয় বিশ্বজিৎকে, যা বিভিন্ন টেলিভিশনের খবরে দেখানো হয়েছে। সংবাদপত্রে খবর হয়েছে। ছবিও ছাপা হয়েছে। অথচ ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে তার কিছুই উল্লেখ নেই। বিশ্বজিতের বাবা অনন্ত চন্দ্র দাস ও মা কল্পনা রাণী দাস ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের ক্ষুব্ধ অভিযোগ, খুনিদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রেসসচিবের ভাষায় ওরা যদি ছাত্রলিগের নেতা-কর্মী নাই হয়, ওদের বাঁচানোর চেষ্টা কেন প্রশাসনের?

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলা চেয়ারম্যান শেখ মাহফিজুর রহমান এক হিন্দু গৃহবধূকে ধর্ষণ করার পর পরিবারটি ভিটেমাটি ফেলে রাতারাতি দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে। দিনের বেলায় বাড়িতে ঢুকে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে রহমান। ওই সময় চেয়ারম্যানের লোকজন বাড়ি পাহারা দেয়। মাদারিপুরের শিবচরে শঙ্কর মণ্ডলের বাড়িতে প্রতিবেশী কয়েকজন ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদারদের নিয়ে হামলা চালায়। লুটপাট করে, মহিলাদের ওপর নির্যাতন চালায়। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করতে

দেয়নি। নওগাঁ শহরের প্রধান সড়ক সংলগ্ন অজয় কুমার কুণ্ডুর প্রায় দু'শ বছরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পৌর মেয়র। অভিযোগ, ওই জায়গার ওপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল মেয়রের। এছাড়া পাশের এক মুসলমান পরিবারের বাড়িতে ঢোকার রাস্তা প্রশস্ত করতেই বাড়ি ভেঙে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ ঘটনায় নওগাঁর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। নেত্রকোণার মোহনগঞ্জে সুভাষ চন্দ্র দাস ও তার ছোট ভাই রানা চন্দ্র দাসের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট করেছে প্রভাবশালী স্থানীয় কিছু লোক। দুই ভাইকে অবিলম্বে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছে ওরা। এই ঘটনাগুলো ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এবং জানুয়ারি মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহের। এই প্রতিবেদন পাঠানোর সময় পর্যন্ত বিশ্বজিতের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছাড়া অন্য সব ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। কিংবা প্রশাসনিক কোনও পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি।

এবার একটি ভিন্ন ঘটনা। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা পৌরসভার অন্তর্গত চণ্ডীদাসদি গ্রামের প্রকৌশলী ভোলানাথ দাস সম্প্রতি মারা যান। তাঁর ছেলে সুমন দাস অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে কাজ করেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সুমন দাস দেশে ফিরে আসেন এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবিজড়িত পারিবারিক শ্মশানে দাহ করার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু শ্মশানের পার্শ্ববর্তী বাড়ির জাহানারা বেগম শেষকৃত্যে বাধা দেন। তার দাবি, এই শ্মশানে আর দাহ করা যাবে না। পুরো গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত, প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন এই শ্মশানে পূর্বপুরুষদের কয়েকটি স্মৃতি মন্দিরও রয়েছে। জাহানারা দাবি করছেন, এই শ্মশান তাঁদের সম্পত্তি। এবার দাহ হলেও ভবিষ্যতে আর দাহ করা যাবে না। দীর্ঘ চার ঘণ্টা মরদেহ ফেলে রাখার পর প্রয়াত ভোলানাথ দাসের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। সুমন দাস স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের কাছে সহায়তা চেয়ে পাননি। এখন তিনি নিজের বাড়ি কীভাবে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত। অনেক হামলা জবরদখল নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো।

কয়েক মাস আগে কক্সবাজারের রামু ও উখিয়ায় হামলা চালিয়ে ১৯টি বৌদ্ধবিহার ধ্বংস ও ৪১টি বৌদ্ধ বসতি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের পটিয়ায় হামলা চালিয়ে ধ্বংস করা হয় বৌদ্ধবিহার ও হিন্দু মন্দির। কয়েকটি হিন্দু ও বৌদ্ধ বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রতিবেদন বেরিয়েছে, রামু, উখিয়া ও পটিয়ায় ও জামায়াতের নেতা-কর্মীরা ছিলেন। পুলিশ বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করলেও, আওয়ামি লিগ নেতা-কর্মীরা রয়ে গেছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। রামুর সীমা বিহারের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু অভিযোগ করেছেন, যারা সেদিন বৌদ্ধ বিহারে হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের অনেকে এখন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, সরকারি দলের নেতা- কর্মীদের ধরতে নিষেধ আছে।

With Best Compliments :

R. C. BHANDARI (HUF)

8, Camac Street

36, Basement

Kolkata - 700 017

P. K. GOENKA

BUSINESS MENTOR

Birla Sun Life Insurance Company Limited

2, Cilve Ghat Street
(Sagar Estate) Ground Floor,
Unit No. 22, Kolkata - 700 001
www.birlasunlife.com

Office : 033-22304784

Mobile : 9830029558
E-mail : pk_goenka@vsnl.net

BANSIDHAR BADRIDAS MODI (P) LTD

ORIENTAL HOUSE

6–C, ELGIN ROAD, 4TH FLOOR

KOLKATA-700 030

PH : 2280-5464, 22832421

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

পয়সা নিয়ে ছাপা খবর বনাম সাধারণ খবর

নারদ

আমাদের দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের ব্যবহার দুঃখজনক। উদাহরণ হিসেবে সাম্প্রতিক একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়। নাট্যকার অভিনেতা গিরিশ কারনাড আক্রমণ করেছেন ভি এস নইপালকে। গণমাধ্যম পুরো বিবরণ পেশ না করলেও বলেছে প্রাকাশ্য সভায় কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ সুরুচিকর নয়।

নইপাল কড়া ভঙ্গিতে সমালোচনা করেছেন মুসলমান আক্রমণকারীদের। তার মধ্যে আছেন গজনীর সুলতান মামুদ। যিনি যথেচ্ছভাবে মন্দির লুঠ আর ধ্বংস করেছেন। যাঁরা এক হাজার খৃস্টাব্দের পরবর্তী সময়ের ইতিহাস জানেন তাঁরা নইপালের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হতেন। কিন্তু গিরিশ কারনাড বলেছেন নইপাল ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের কথা বলেননি। নইপাল ভারতীয় মুসলমানদের আক্রমণকারী এবং লুণ্ঠক বলায় কারনাড ক্ষোভ জানিয়েছেন। কারনাড বলেছেন মুসলমান বিদ্বেষে নইপাল এমন কথা বলেছেন যাতে ভারতের জনসমষ্টির একটা বিরাট অংশকে অপরাধপ্রবণ, ধর্ষণকারী ও হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নইপালের প্রতি কারনাডের এই আক্রমণ ভয়ঙ্কর।

নইপালের ইসলামধর্মীদের নিয়ে বই 'অ্যামং দি বিলিভারস' (বিশ্বাসীদের মধ্যে) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। যাতে তিনি ইসলামদুনিয়ার মৌলবাদীদের আচরণ সম্বন্ধে সতর্কবাক্য লেখেন। তার আগে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া'র আ উনডেড সিভিলাইজেশন' বইয়ে তিনি হিন্দুধর্মের সমালোচনা করেছিলেন। তখন একটি পত্রিকা লিখেছিল,' নইপাল সমালোচিত হবেন। যদি

নইপল

গিরিশ কারনাড

তিনি অন্যরকম ভাবতেন তাহলে তিরিশ বছর আগেই বলা উচিত ছিল জীবনের শেষপর্বে ছোটখাটো পুরস্কার পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করেই।'

১১ নভেম্বর টাইমস ইন্ডিয়ায় অনিল ধারকার তাঁর কলামে যথাযথ লিখেছেন। তিনি ইতিহাসের পুরনো পৃষ্ঠা উল্লেখ করে লিখেছেন, আফগান ও মধ্য এশিয়ার আক্রমণকারীরা ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এদেশে এসেছে, যথেচ্ছ হিন্দু মন্দির ও গ্রন্থাগার লুঠ করেছে। ধারকার আরও বলেছেন, 'তুরস্কের বকতিয়ার খিলজি ১১৯৩ সালে লুঠ করে পুড়িয়েছিল নালন্দার গ্রন্থাগার। যে গ্রন্থাগার ছিল বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান। সেখানকার বিশাল গ্রন্থসঞ্চয় পুড়তে সময় লেগেছিল তিনমাস।' এরকম গ্রন্থ দহনকর্ম আরও হয়েছে। গিরিশ কারনাড বলেছেন, নইপাল পিছনের দিকে ঝুঁকেছিলেন আমাদের দেশের ইতিহাসের নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন যা আজকের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে। এখন তাহলে প্রশ্ন করা যায় গিরিশকে, 'তাহলে কি আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে?'

ধারকার বলেছেন 'অতীতের প্রসঙ্গ টেনে এনে এখনকার মুসলমানদের উপর কোনও রকম বিদ্বেষ প্রকাশ ঠিক নয়। তবে আমাদের সহজভাবে সোজাসুজি ইতিহাসের পাঠ নিতে হবে। সেটাই আসল কথা।'

গর্গ চট্টোপাধ্যায় একজন ধর্মনিরপেক্ষ গবেষক। যুক্ত রয়েছেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন, 'একদল মুসলমান বাংলাদেশে ২৪টি বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে। একটা দুটো বা ছ'টা নয়, ২৪টা মন্দির ধ্বংস হয়েছে। তিনি লিখেছেন, সংগঠিত মুসলমানদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী ছিল আওয়ামি লিগ, বি এন পি, জামাত-এ-ইসলামি। ঘটনাটি ঘটে বাংলাদেশের রামু এলাকায়। বেশিদিন আগেও নয় ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে। কটা খবরের কাগজ এই ব্যাপক ধর্মস্থান ধ্বংসের খবর ছেপেছে? হয়তো একটা দুটো। যখন ঘটনাটা

With Best Compliments From :-

BORBHETA ESTATE PRIVATE LIMITED

PRODUCER OF QUALITY ASSAM ORTHODOX & CTC TEAS

MADHUBAN T. E

MAYAJAN T. E.

NILIMA T. E.

MANOJKUNJ T. E

Flat No. 1A, Paramount Apartments

25, Ballygunge Circular Road

Kolkata - 700 019, TEL : 2475-6524, 2475-7760

Fax : 2475-7619, E. mail : madhuban@salyam.net.in

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,

ক্যানিং টাউন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯

Email : banbhoomitravels@gmail.com

ঘটেছিল তখন গণমাধ্যম কি করেছে? ভারতের কেউ প্রতিবাদে একটা কথাও বলেনি। গণমাধ্যমও কোনও কথা বলেনি। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও নীরব থেকেছেন। কোনও মুসলমান সংগঠন নেতাও কিছু বলেননি। তাঁরা কি জানতেন না— এটা মানতে হবে? বাংলাদেশের হিন্দুদের ধারাবাহিকভাবে হুমকি আর অত্যাচারের আবহাওয়ার মধ্যে দিনযাপন করতে হচ্ছে। গর্গ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু বরকত লিখেছেন, ১৯৯৭ সালের এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্টে দেশের ৫৩ শতাংশ জমির মালিক হিন্দুরা হলেও তা জোর করে নেওয়া হয়েছে। দশটি হিন্দু পরিবারের মধ্যে চারটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এর ফলে। অবৈধভাবে ভূমি গ্রাসের ফলে সব থেকে লাভবান হয়েছে আওয়ামি লিগের লোকজন, যাঁরা নিজেদের নিরপেক্ষতাবাদী বলে থাকেন। তাঁদের অনুসরণ করেছে বি এন পি, জামাত-ই-ইসলামি।' কিন্তু ভারতের কারনাড সব অন্য ভাবে দেখছেন।

গর্গ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়েছেন ঢাকার অন্যতম দ্রষ্টব্য বিখ্যাত রমনা কালীবাড়ি ১৯৭০ সালে পাকিস্তানি ফৌজ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে ক্ষমতায় এসেছিল নতুন দেশের নতুন সরকার। একের পর এক সরকার এসেছে ধর্মনিরপেক্ষ বা অন্যরকম নির্বাচনে জিতে কিংবা একনায়কতন্ত্রী হিসেবে— কিন্তু কেউই মন্দির নতুনভাবে তৈরির কথা ভাবেছেন না 'একথা একজন মনে করিয়ে দিয়েছেন এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের। গর্গ চট্টোপাধ্যায় খেদের সঙ্গে লিখেছেন, 'এরকম নীরবতার প্রকাশ ঘটিয়ে তা ভাঙা দরকার। কারণ চারপাশে গিরিশ কারনাডের মতো লোকজন আছেন। যাঁদের মতে, হিন্দুরাই বরাবর অন্যায় করেছে। আরও রহস্যময় হচ্ছে, আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো অন্ধ সেজে রয়েছে। অথচ সেই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে।

২০১১ সালে গণমাধ্যমে সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে ৮০ হাজার কোটি টাকা। আগের বছরের তুলনায় ১৭.৫ শতাংশ বেশি। টেলিভিশন আর মুডি গণমাধ্যমের জায়গাটা দ্রুত অনেকটা দখল করেছেন ইনটারনেট। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে সেলফোনের জনপ্রিয়তা অনলাইন আর ইন্টারনেটের ব্যাপারগুলোর জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে। যদি হিন্দুস্তান টাইমস-এর দিল্লী সংস্করণের যে কোনও সংস্করণ দেখলে বোঝা যাবে পরিস্থিতিটা। উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? পাতার পর পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন, রঙিন পাতা। আগেকার সম্পাদকরা এসব দেখলে বেঁচে উঠবেন, চিনতে পারবেন না কাগজকে, যা একসময় তাঁরা সম্পাদনা করতেন সতর্কভাবে। আমরা এখন অন্য জগতে বাস করছি। যেখানে অনেকসময় কঠিন হয়ে উঠছে আলাদা করে বাছার— কোনটা খবর, কোনটা বিজ্ঞাপন আর কোনটা টাকার বিনিময়ে ছাপা খবর। আর এসব নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তোলে না, সংশয়ে প্রকাশ করে না। সাধারণ পাঠক কীভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে কথা বলবেন? আসলে সোজাসুজি বলা হচ্ছে : 'পড়তে হলে নাও, নয়তো ছাড়ো।'

সৌজন্য : অরগানাইজার

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে ঐতিহাসিক যুব সমাবেশ

দিনাঙ্ক—১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, রবিবার
স্থান—মালদা নগর, বৃন্দাবনী ময়দান
সময়—দুপুর ১২-৩০ মিনিট

প্রধান-বক্তা : পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক

শ্রীমোহনরাও ভাগবত,

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

—ঃ আয়োজক ঃ—

স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

Baijnath Shreelal

-: Mfgs. of :-

Handloom Silk,
Furnishing Cloth and
Cotton Dress
Materials

Head Office
Nathnagar, Bhagalpur (Bihar)
Tel. - 0641-2500437

Branch Office
193/1, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007, Phone : 2270 0834
E-mail : bajopm@detaone.in

With Best
Compliments From :-

ASHOK AGARWALA

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

-: REGD. OFFICE :-
23A, Netaji Subhas Road,
11 th Floor, Room No. 31,
Kolkata-700 001

-: FACTORY :-
95/1/3-B, Cossipore Road,
Kolkata - 700 002
PHONE : OFFICE : 2231-9166/
FAX NO : (033) 2231-9166,
Factory : 2557-2881

PRAGATI IMPEX PVT. LTD.

5, Clive Row, 2nd Floor, Room No. 41
Kolkata - 700 001

With Best Compliments from :~

SMOOTH AGENCIES PVT. LTD.

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF SAFETY RAOR BLADES

Works

GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North)
PIN-700 136, Phone-2573-6459

Office :

3, Synagogue Street,
Room No. 12, 2nd Floor,
Kolkata 700 001

PHONE : 22424296/22434571 TELEFAX : 033-22421761

NCS Computech Pvt. Ltd.

Manohar.Malani@ncs.net.in
CEO
92305 15314

Navigating Concepts to Solutions
ISO 9001 : 2000
www.ncs.net.in

We Deliver "Safe, Secure & Managed IT Infrastructure"

3, Comm Bldg.
23, N.S. Road, Kolkata-700001,
Phone-22305259

ডিস্ট্রিবিউটার চাই। যোগাযোগ - ৯৬৮১৬০০৯৭৫
e-mail : global1.fighter@yahoo.com

হোটেল থিনলে তারা -তে

সুলভে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

আরিথাং রোড, গ্যাংটক, পুরনো বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে

মানস কুমার চক্রবর্তী

দূরভাষ ঃ ৯৪৩৩৪৩৫৪৯৮
কলকাতার যোগাযোগ ঃ ০৩৩-২৫৭২-০৬৯৭

Anil Kr. Bhalotia

Property Consultant

689, Lake Town, Block - A, Kolkata -700089

(Near Hollywood Dry Cleaner)

Ph :9330026410 (M), 9339364060 (R)
9230618818 (M)

শোকসংবাদ

পরলোকে বিশ্বনাথ সাহা

বিশ্বনাথ সাহা আর নেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার মশাটখণ্ডের

রাধাবল্লভপুর শাখার স্বয়ংসেবক বিশ্বনাথ সাহা গত (১৫ জানুয়ারি) ভোরবেলা কলকাতার এক নার্সিংহোমে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর। এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সঙ্ঘের জেলা সহ-সেবাপ্রমুখ ছিলেন। মশাটখণ্ডের সঙ্ঘকাজের শুরু থেকেই আজীবন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সরস্বতী শিশুমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং সঙ্ঘকাজের বিস্তারলাভ হয়। হরিপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরের পরিচালন কমিটির তিনি সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, একটি নাবালক পুত্র এবং এক শিশুকন্যা রেখে যান। তাঁর অকাল প্রয়াণে এলাকার সমস্ত সাধারণ মানুষ, স্বয়ংসেবক এবং কার্যকর্তারা মর্মাহত এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছেন।

***

হুগলী জেলার রিষড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কিষাণলাল শিকারিয়া গত ১৪

জানুয়ারি মকরসংক্রান্তির দিন ৮৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর এক পুত্র, পাঁচ কন্যা ও জামাতাগণ, নাতি- নাতনী বর্তমান। গত শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে রিষড়া-সংঘকাজের অন্যতম স্থপতি শিকারিয়াজী রামজন্মভূমি আন্দোলনসহ বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এলাকা শুধুমাত্র লাঠি সম্বল করে ডাকাত দলকে পরাস্ত করার ঘটনাটি আজও রিষড়া অঞ্চলে আলোচিত হয়। ওই ঘটনায় একজন ডাকাত নিহত হয়। স্বভাব ভদ্র, সাহসী, প্রয়াত শিকারিয়াজী নিজ ব্যবহার ও কর্মের গুণে সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার হরিপাল মহকুমা সঙ্ঘচালক সুধীর কুমার দে গত ২১ জানুয়ারি পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর। তিনি কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ নাতি-নাতনী এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন। প্রথম জীবনে তিনি মার্কসবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হরিপালে সিপিএম-কে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৯০-৯২ সালে তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমে স্বয়ংসেবক হয়ে উঠেন। সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ শিক্ষা পর্যন্ত গ্রহণ করেন। প্রবীণ বয়সে সঙ্ঘের সংস্পর্শে এসে এভাবে হিন্দু- সংগঠনের কাজে আত্মোৎসর্গ— একটা বিরল ঘটনা। এ বিষয়ে তিনি এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বলা যায়।

সমাবেশ সমাচার

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সঙ্ঘের আদর্শ ও স্বয়সেবকদের প্রতি অসীম ভালোবাসা তুলনাহীন। তাঁর প্রয়াণে স্বয়ংসেবকেরা গভীর শোকাহত এবং ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছে।

***

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া কালীবাড়ি শাখার স্বয়ংসেবক শেখর পাল চৌধুরী গত ১৩ জানুয়ারি কল্যাণীর যুব শিবিরে সমারোপ কার্যক্রমে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৪ জানুয়ারি মকরসংক্রান্তির দিন সকালে হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৫৩ বছর বয়স ছিল। সঙ্ঘের প্রথম বর্ষ শিক্ষিত ছিলেন। উলুবেড়িয়া কলেজের বিদ্যার্থী পরিষদের প্রথম জি এস হন। বর্তমানে বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের পদে আসীন ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

***

কলকাতা মহানগরের দক্ষিণ বিভাগের অন্তর্গত প্রণবানন্দ নগরের কার্যবাহ সমিত রায়ের বড় ভাই সুজিত রায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। স্ত্রী, বিধবা মা, এক নাবালক পুত্র ও তাঁর ভাই সমিত-কে তিনি রেখে গেছেন।

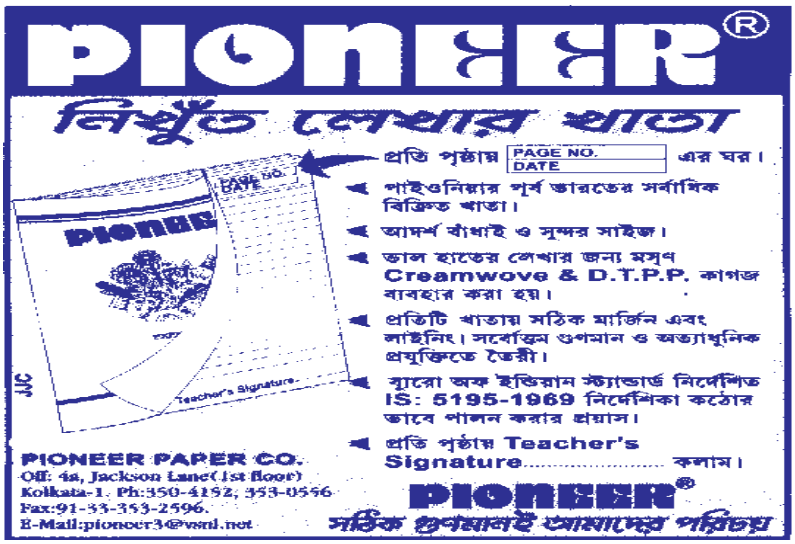

With best Compliments
from :

SRI BASUDEO
RAMSISARIA
CHARITABLE TRUST

With best Compliments
from :

HOMMAG
COMMERCIAL
PVT. LTD.

With best Compliments from :

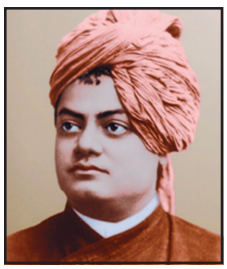

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

(৫/৪৬)

BHARAT STEEL
INDUSTRIES

নেত্রদান মহাদান

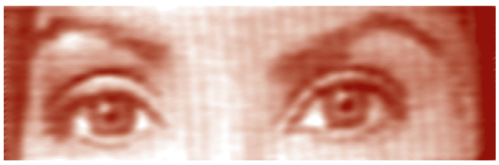

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান—১৩ জানুয়ারি,
২৭ জানুয়ারি,১০ ফেব্রুয়ারি,
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা।
ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন।
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—

রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩

ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪, ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

‘ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি’

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

মোহনবাগানকে গুরু পাপে লঘু দণ্ড

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এত বড় অন্যায় করে মাত্র ২ কোটি টাকা জরিমানা দিয়ে পার পেয়ে গেল মোহনবাগান। এর ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য বড় ক্লাবও যে কোনও রকম অনৈতিক কাজকর্ম করার ব্যাপারে প্রবৃত্ত হবে আর জানবে যে তাদের কোনও বড় রকমের শাস্তিই হবে না। জাতীয় লিগের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসরে ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্টবেঙ্গল- মোহনবাগান ম্যাচে সামান্য গণ্ডগোল হওয়াতেই মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ মাঠ থেকে দল তুলে নেয়। ম্যাচ কমিশনার, রেফারি এমনকি ফেডারেশন শীর্ষকর্তার অনুরোধেও ড্রেসিংরুম থেকে মাঠে ফিরে এল না মোহনবাগান ফুটবলাররা। অথচ যুবভারতীতে সেদিন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত ছিল। আর যাই হোক, সেদিন মাঠে ১৯৮০-র ১৬ আগস্টের মতো পরিস্থিতি ছিল না।

টুটু বসু

অঞ্জন মিত্র

দেবাশিস দত্ত

আসলে ইদানিংকালে দেশের জাতীয় ক্লাব তথা ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি যেন অন্যায় অনৈতিকতারই নামান্তর হয়ে উঠেছে। দলের কোচকে অপমান করে সরিয়ে দেওয়া, কলকাতা রেফারি তাঁবু এমনকি আই এফ এ অফিসে গিয়ে তাণ্ডব চালানো, গটআপ ম্যাচ খেলে টুর্নামেন্ট চাম্পিয়ন হওয়া সব যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে বিশ্ববন্দিত এই প্রতিষ্ঠানের। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে শিবদাস, বিজয়দাস ভাদুড়ি, গোষ্ঠ পাল, কুমারবাবু বা বলাইদাস চ্যাটার্জির আত্মা যে যন্ত্রণায় ছটফট করছে অমৃতলোকে তা বোঝার ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনোটাই নেই টুটু বসু, অঞ্জন মিত্রদের। ১৯৮৯-তে যেবার ধীরেন দে ও তার গোষ্ঠীর লোকেদের সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল এই টুটু-অঞ্জনরা, তখনই মোহনবাগানের ভাগ্যলিপি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতে এদের সৌজন্যে যে দেশে-বিদেশে মোহনবাগান একাধিকবার লজ্জা ও কলঙ্কের কালিমালিপ্ত হবে তা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বুঝে গিয়েছিলেন। তাই ধীরেন দে-র অনুগামী কয়েকজন যেমন অমল কুমার সেন, গৌর সাহার মতো কর্মকর্তারা ক্লাবের এই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, এমনকি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে নানা ইস্যুতে মামলাও করেছেন।

ক্লাবের ভারতবিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলাররা টুটু-অঞ্জন-দেবাশিস দত্তের মৌরসিপাট্টা ভেঙে সুস্থ গণতন্ত্র ও প্রশাসনের দায়িত্বে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছেন অবিরত। কিন্তু অর্থের জোরে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সবরকম অন্যায় করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। তবে এখন যা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে তাতে কতদিন এরা টিঁকে থাকবেন তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বড় ক্লাবের প্রাণভোমরা তাদের অগণিত সদস্য-সমর্থক। রাজ্য, দেশ, বিদেশের অসংখ্য মোহনবাগান সমর্থক কি প্রকাশ্যে কি ফেসবুকে ক্রমান্বয়ে গোল দেখে চলেছেন। ক্লাবতাঁবুর সামনে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। প্রাক্তন ফুটবলাররা মোহনবাগান কর্মসমিতির সদস্য। রাজ্যের শাসক দলের কতিপয় নেতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা বিরোধী ফোরামও তৈরি করে ফেলেছেন। এমতাবস্থায় যথেষ্ট চাপে বর্তমান শাসক গোষ্ঠী। এখনই যদি নির্বাচন হয় আর তা সুষ্ঠু ও নিয়ম নীতি মেনে করা হয় তাহলে টুটু-অঞ্জনরা সমূলে উৎপাটিত হবেন তাঁদের গদি থেকে।

নির্বাচন পদ্ধতিতেও ব্যভিচার চালিয়ে এসেছে এই শাসক গোষ্ঠী বিগত কুড়ি বছরে। না হলে ক্লাবে কোনও শক্তিশালী বিরোধী পক্ষও তৈরি হয়নি কেন এতদিনে। যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে কি বিধানসভা, লোকসভা কি বেসরকারি সংগঠন প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রেই একটা শক্তিশালী বিরোধী গোষ্ঠী বা দল থাকা স্বাস্থ্যকর। না হলে যে স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যভিচার এসে যাবে। যা হয়েছিল বামফ্রন্টের শেষদিককার প্রশাসনে। যা হয়েছে মোহনবাগানের সংগঠন ও প্রশাসনে। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও ক্লাবের কর্মসমিতির সদস্য এবং উক্ত প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে শাস্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছেন। এ যে কতবড় হতাশাজনক ব্যাপার তা বোঝার ক্ষমতাও নেই কর্তাদের। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ফেডারেশন ক্লাবকে দু'বছর নির্বাসন দিয়ে পরে ক্লাবকর্তাদের কাকুতি-মিনতিতে গলে গিয়ে ২ কোটি টাকা জরিমানা করে ছাড় দিয়ে দেয়। ফেডারেশন কর্তারাও যে মেরুদণ্ডহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা দেশের সামনে মোহনবাগান কর্তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে নির্বাসনের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে ক্লাবের ভবিষ্যৎ সন্তোষজনক হোত। তা না করে ক্লাব কর্তাদের অন্যায়কেই পরোক্ষে প্রশ্রয় দিলেন প্রফুল্ল প্যাটেলরা। অসৎ দুর্নীতিগ্রস্ত প্রফুল্ল প্যাটেলরা অনৈতিক টুটু-অঞ্জনদের আর কি শাস্তি দেবে!

তাই টেবিলের তলা দিয়ে টাকার লেনদেন করে ক্লাবকে বাঁচিয়ে দেওয়া হলো। ইস্টবেঙ্গল সচিব কল্যাণ মজুমদার কোনও ভুল কথা বলেনি।

শব্দরূপ-৬৫৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

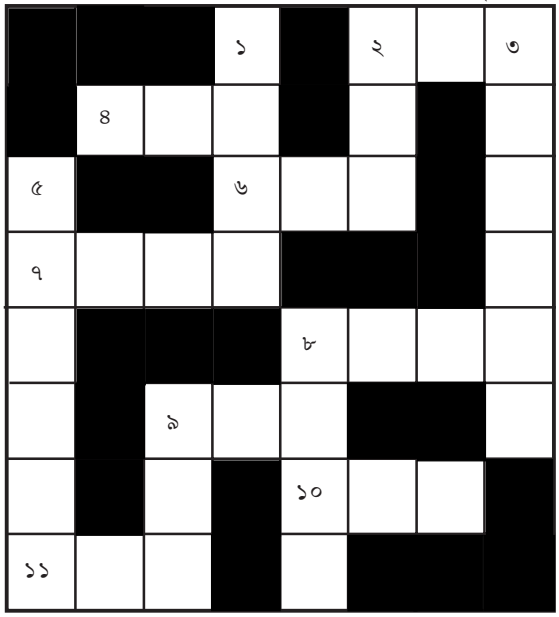

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. দৈবজ্ঞ, গণৎকার, ৪. সুপথ, সুবিধা, ৬. সীতার পিতা, রাজর্ষি, ৭. 'দড়ি ধরে মারো টান / রাজা হবে —', ৮. শিশু, নাবালক, ৯. জোনাকি, ১০. পতি — গুরু, ১১. খাম।

উপর-নীচ : ১. "মহাজ্ঞানী — যে পথে করে গমন / হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়"; ব্যঙ্গে কুসীদজীবী, ২. উত্তর-বিহারের একটি নদী, ৩. বিখ্যাত বঙ্কিম-উপন্যাস; প্রথমার্ধে ললাট, ৫. "দোষ কারো নয় গো মা / আমি — ডুবে মরি শ্যামা", ৮. "তপস্যা বা ব্রতাদি-হীন, ৯. মুসলিমদের ধর্মনেতা; ওস্তাদ; দরজি।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৫২
সঠিক উত্তরদাতা

শুভ্রদীপ দাস
খিদিরপুর, কলকাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০
০২৯

আ	■	■	শ	ক্তি	শে	ল	■
কু	■	■	ষ্ক	■	ষ	■	■
শি	শু	মা	র	■	না	■	■
■	ভ	■	■	ব	গ	লা	■
■	দ	শে	রা	■	■	ঙ	■
■	■	ফা	■	এ	ক	ল	ব্য
■	■	লি	■	র	■	■	জ
■	চা	কা	চা	কা	■	■	ন

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৫৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায়

হিন্দু ধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ধর্ম সম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল।

(৯/৪৩৯)

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সানরাইজ মশলা

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

আপনার নিজের হাতের রান্নাই আপনার পরিচয়। বাড়ীতে রান্না তো সবাই করেন। কিন্তু, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের হাতের রান্নার গুণেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। কারণটা অত্যন্ত সোজা, সরল — তাঁরা রান্না করেন সানরাইজ মশলা দিয়ে। সানরাইজ মশলা গুণমানে সেরা — রান্নার আসল স্বাদটি বাড়িয়ে দেয়, তা সে আমিষ বা নিরামিষ, যে রান্নাই হোক না কেন! সানরাইজ মশলা — চট্‌জলদি... রেডী-মিক্স ... দারুণ সোজা...

• চিকেন তন্দুরী মশলা • আলুদম মশলা মীট্ মশলা • ছোলে মশলা • পাও ভাজী মশলা • সাম্বার মশলা • সব্জী মশলা • নুডুলস্ মশলা • গরম মশলা • জিরা কুল(জল জিরা) • চাট্ মশলা • মুড়ি মশলা • শাহী গরম মশলা • মাছের ঝোল মশলা • বিরিয়ানী পোলাও মশলা • চিকেন কারী মশলা • তরকা মশলা • মিক্স মশলা • কাশ্মীরী মির্চ • কাসুরী মেথী • হলুদ গুঁড়ো • লঙ্কা গুঁড়ো • ধনে গুঁড়ো • জিরে গুঁড়ো • গোল মরিচ গুঁড়ো • আমচুর ও আরোও অনেক মশলা ...

সানরাইজ স্পাইসেস্ লিমিটেড ৯৬ পার্থুরিয়াঘাট ষ্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

STRATEGY 22O39

হিট রান্নার ফিট ফর্মুলা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক **দীপেন সেনগুপ্তের** তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অ(য় কুমার পালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,
কলকাতা-৭০০ ০০৭, ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS
4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial Private Limited

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 2218 8744 / 1386

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন মাত্র দুই মিনিটে (ীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

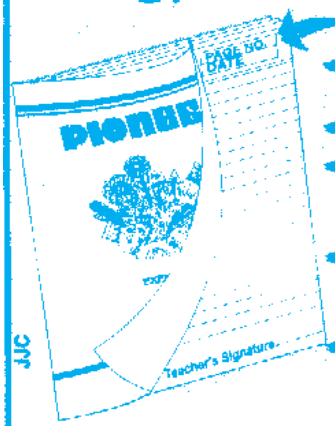

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0566
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®

সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

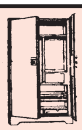

সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ ক(ন

Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 66063

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
4 February - 2013

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

দাম : ৭.০০ টাকা